নির্বাচিত হাদীছ

লেভেল

১

অনুবাদঃ মুহা আবদুল্লাহ্ আল কাফী

مقرر الحديث الشريف

المستوى الأول (باللغة البنغالية)

ترجمة: محمد عبد الله الكافي

الطبعة: الأولى ١٤٢٧هـ
প্রথম প্রকাশঃ ২০০৬ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি বিশ্ব জাহানের একমাত্র প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও সর্বোত্তম রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর।

সম্মানিত শিক্ষক! নিম্নোল্লিখিত উপদেশাবলী লক্ষ্যণীয়ঃ

১- ছাত্রদের অন্তরে সঠিক ধর্ম বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। এমন বিষয়ে তাদেরকে অনুশীলন করানো যা ইহ-পরকালে কল্যাণকর। এসব কিছুর প্রতিদান আশা করবে আল্লাহ্র কাছে। আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ﴾

অর্থঃ মানুষ যখন মৃত্যু বরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। আমল তিনটি হচ্ছে, ১) ছাদাকায়ে জারিয়া, ২) উপকারী বিদ্যা ও ৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।"[১]

২- শিক্ষক তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ ও অনুকরণ করবেন। আর তিনি হবেন সর্বোত্তম আদর্শ। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿مَثَلُ العَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ، كَمَثَلِ السِّرَاجِ، يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ﴾

অর্থঃ যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দান করে এবং নিজের আরাম-আয়েশ ভুলে যায়; তার উদাহরণ হচ্ছে মোমবাতির মত। মোমবাতি নিজেকে জ্বালিয়ে মানুষকে আলো প্রদান করে।"[২]

৩- শিক্ষক তাঁর স্কন্ধে অর্পিত আমানতের গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি খাঁটি ঈমানের অধিকারী একটি সুন্দর জাতি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করবেন। একাজে তিনি আল্লাহ্র কাছে প্রতিদানের আশা করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ﴾

অর্থঃ যে ব্যক্তি কল্যাণের দিক নির্দেশনা প্রদান করবে, সে তার বাস্তবায়নকারীর ন্যায় প্রতিদান লাভ করবে।"[৩]

৪- উস্তাদ লেবাস-পোশাক এবং চলাফেরায় উত্তম পন্থা অবলম্বন করবেন, তিনি ধীর-স্থীর হবেন। পাঠ্য বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব ও সম্মানের সহিত লক্ষ্য রাখবেন, এবং শ্রেণী কক্ষে প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ একটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হবেন।

---

[1] . [ছহীহ্] মুসলিম, অধ্যায়: অসীয়ত, অনুচ্ছেদ: মৃত্যুর পর মানুষ যার ছওয়াব পায়। হা/ ৩০৮৪।

[2] . [ছহীহ্] ত্বরাণী কাবীর গ্রন্থে হা/ ২/১৬৮১ ছহীহ্ আল জামে আছ্ ছাগীর আলবানী হা/ ৫৮৩১।

[3]. [ছহীহ্] মুসলিম, অধ্যায়: ইমারত, অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্র পথের গাযীকে সাহায্য করার ফযীলত। হা/ ৩৫০৯।

৫- তিনি পাঠ্য বিষয়ের একটি সীমা নির্ধারণ করবেন। আর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি ছাত্রদের মেধানুযায়ী উত্তম নিয়মে সাজিয়ে নিবেন। এ ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি থেকে সহযোগিতা নিতে পারেন।

৬- ছাত্রদের নিকট উদ্যমশীল ও আকর্ষনীয় পদ্ধতিতে সওয়াল-জওয়াব (প্রশ্নোত্তর) উপস্থাপন করতে হবে। উস্তাদ ছাত্রদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শিক্ষানুযায়ী পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত পাকা-পোক্তভাবে শিখাতে মনোযোগী হবেন।

৭- শিক্ষক হচ্ছেন মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আবু উমামা বাহেলী থেকে বর্ণিত।

﴿ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ﴾

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম)এর নিকট দু'জন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল। একজন আলেম অন্যজন আবেদ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) বললেন, "আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর ঠিক তেমন যেমন আমার মর্যাদা তোমদের সাধারণ এক ব্যক্তির উপর। নিশ্চয় আল্লাহ্, ফেরেস্তামন্ডলি এবং আসমান ও যমীনের অধিবাসীরা- এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে- এমনকি পানির মাছ- মানুষকে কল্যাণের শিক্ষাদানকারীর জন্য দু'আ করে।"[১]

৮- তিনি ঐকান্তিক ভাবে যত্ন নিবেন- ছাত্রদের শিক্ষাকে তাদের বাস্তব জীবন এবং সমাজের ঘটমান অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট করতে। আর এ ক্ষেত্রে তিনি চলমান পরিস্থিতি থেকে দু'একটা দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করবেন। যাতে করে তাদের বোধগম্য হয় যে, ইসলামের নীতিমালা বাস্তব ও যথার্থ এবং জীবন্ত ও সজীব আর উহা সর্বযুগে-সর্বস্থানে সমভাবে প্রযোজ্য।

৯- প্রথমে আল্লাহ্র উপর অতঃপর নিজের উপর আস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে ছাত্রদের অনুভূতি ও চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। আর শিখাতে হবে অবসর সময়কে কিভাবে দ্বীন-দুনিয়ার উপকারী কাজে ব্যবহার করা যায় তার আধুনিক পদ্ধতি। (আল্লাহ্ই সকল তাওফীকদাতা)

১০- হাদীছ সমূহ তাখরীজ করার পদ্ধতি নিম্ন-লিখিত ধারাবাহিকতা অনুযায়ীঃ

ক) হাদীছ যদি ছহীহ্ বুখারী ও ছহীহ্ মুসলিম অথবা যে কোন একটিতে পাওয়া যায় তবে শুধু সেটাই উল্লেখ করা হয়েছে। (অন্য গ্রন্থে থাকলেও সেটা উল্লেখের প্রয়োজন মনে করা হয়নি।)

খ) হাদীছ যদি বুখারী ও মুসলিম বা তাদের যে কোন একটিতে না পাওয়া যায়, তবে সুনানে আরবাআ অনুসন্ধান করা হয়েছে। (অর্থাৎ আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহতে পাওয়া গেলে অন্য গ্রন্থের আর অনুসন্ধান করা হয়নি।)

গ) কুতুবে সিত্তাহ্ (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ) এর মধ্যে হাদীছটি না পাওয়া গেলে কুতুবে তিসআর অবশিষ্ট গ্রন্থ (আহমাদ, মুআত্তা মালেক ও দারেমী) থেকে হাদীছ নেয়া হয়েছে।

[১]. [ছহীহ্] তিরমিযী অধ্যায়: ইলম বা জ্ঞানার্জন, অনুচ্ছেদ: ইবাদতের চাইতে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা বেশী। হা/ ২৬০৯। ছহীহ্ আল জামে আছ্ ছাগীর আলবানী হা/ ৪২১৩।

ঘ) কুতুবে তিসআ বা উপরোক্ত নয়টি গ্রন্থের কোথাও হাদীছটি না পাওয়া গেলে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ রোমন্থন করে তার রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে।

১. হাদীছের শব্দাবলী গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রেফারেন্সে প্রথমে যে গ্রন্থের নাম উল্লেখ থাকবে তা থেকেই নেয়া হয়েছে। তবে যদি নির্দিষ্টভাবে অন্য গ্রন্থের উল্লেখ হয়ে থাকে তবে তা ভিন্ন কথা। কুতুব সিত্তা এবং মুসনাদে আহমাদের ক্ষেত্রে দারুস্সালাম প্রকাশনীর উপর নির্ভর করা হয়েছে।
২. এই পাঠ্যপুস্তকের শেষে ক্লাশ রুটিন অনুযায়ী পাঠ বন্টন নির্ধারণ করা হয়েছে। এমনিভাবে পূর্ণ কোর্সে এই সাবজেক্ট কত দিন পড়ানো হবে তাও নির্ধারিত আছে। যাতে করে শিক্ষক সিলেবাস এবং কোর্স সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে দরস দান সম্পন্ন করতে পারেন।
৩. এই পাঠ্য সিলেবাসের মধ্যে যে কোন ধরণের ত্রুটি বা সে সম্পর্কে যদি কারো কোন পরামর্শ থাকে তবে দা'ওয়া সেন্টার শিক্ষা বিভাগে ডাকযোগে বা ই-মেইলে বা যে কোনভাবে তা জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

শিক্ষার্থী ভাই! তোমার জন্য নিম্ন লিখিত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী পেশ করা হলঃ

১- হে ভাই! জেনে রাখ চর্চা ও প্রচেষ্টা ছাড়া তা জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে সবেচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করে আলেমগণ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য কল্যাণ চেয়েছেন। কেননা আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿إِنَّمَا العِلْمُ بالتَّعَلُّمِ، وَالحِلْمَ بِالتَّحَلُّمِ، ومَنَ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ﴾

অর্থঃ জ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই তো জ্ঞানার্জন করা যায়। ধৈর্যের অনুশীলন করার মাধ্যমে ধৈর্যশীল হওয়া যায়। যে ব্যক্তি কল্যাণ অনুসন্ধান করে তাকে উহা প্রদান করা হয়। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণ থেকে বাঁচতে চায় তাকে বাঁচানো হয়।"[১]

২- আরো জেনে রাখ ইবাদতের চেয়ে জ্ঞানার্জন করার মর্যাদা অত্যধিক বেশী। এখন যদি ঐ জ্ঞান মৌলিক বিষয়ের হয় তবে তার মর্যাদা আরো বেশী। হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন,

(فَضْلُ العِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ العِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينكُمُ الوَرَعُ)

অর্থঃ ইবাদতের মর্যাদার চাইতে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা অধিক। তোমাদের ধর্মের মধ্যে উত্তম বিষয় হচ্ছে পরহেযগারিতা।[২]

৩- জ্ঞানার্জনের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া মানে জান্নাতের একটি রাস্তা সহজ হয়ে যাওয়া। তোমার জন্য সৃষ্টিকুলের সবাই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর মাধ্যমে তুমি নবীদের উত্তরাধিকারে পরিণত হতে পারবে। কাছীর বিন কায়েস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি একদা দামেশকের মসজিদে আবু দারদা (রাঃ) এর সাথে বসে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমি একটি হাদীছের জন্য সুদুর মদীনা শরীফ থেকে আপনার কাছে আগমণ করেছি। আমি শুনেছি আপনি হাদীছটি

[1] . [হাসান] দারাকুতনী আফরাদ গ্রন্থে হা/ ২৯২৬৬। খতীব বাগদাদী হা/ ৯/১২৭ ছহীহ্ আল জামে আছ্ ছাগীর আলবানী হা/ ২৩২৮। সিলসিলা ছহীহা হা/ ৩৪২।
[2] . [ছহীহ] ত্বরাণী আওসাত গ্রন্থে হা/ ৩৯৭২ হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে হা/ ১/৯২। ছহীহ্ তারগীব তারহীব আলবানী হা/ ৬৫।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। আমি এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আগমণ করিনি। আবু দারদা বললেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

﴿مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ﴾

অর্থঃ "যে ব্যক্তি জ্ঞনার্জনের উদ্দেশ্যে রাস্তা চলবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দিবেন। শিক্ষার্থীর (জ্ঞান শিক্ষা) কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেস্তারা তাদের জন্য তাদের ডানাগুলো বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করে- এমনকি পানির মাছও। ইবাদত গুজার একজন ব্যক্তির উপর জ্ঞানী (আলেম) ব্যক্তির মর্যাদা ঠিক সেই রকম যেমন নক্ষত্ররাজির উপর একটি চাঁদের মর্যাদা। আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকার। নবীগণ দ্বীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি। তাঁরা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গিয়েছেন শুধু মাত্র ইলম বা ওহীর জ্ঞান। যে ব্যক্তি উহা অর্জন করবে সে পরিপূর্ণ অংশ অর্জন করবে।"[১]

৪- জ্ঞানার্জনের জন্য সমবেত হওয়া রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়া ও প্রশান্তি নাযিল হওয়ার মাধ্যম। আবু মুসলিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন। তারা সাক্ষ্য প্রদান করেন যে নবী ﷺ বলেছেন,

﴿لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ﴾

অর্থঃ একদল লোক যখন কোন একস্থানে সমবেত হয়ে আল্লাহর যিকির করে, তখনই ফেরেস্তা তাদেরকে ঘিরে রাখে, রহমত আচ্ছাদিত করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ্ তাদের কথা নিকটস্থ ফেরেস্তাদের নিকট আলোচনা করেন।"[২]

তাই নিয়তকে বিশুদ্ধ কর। এই জ্ঞানকে দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা থেকে সতর্ক হও। কেননা আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন,

﴿مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا ﴾

অর্থঃ "যে জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়, তা যদি কোন ব্যক্তি শুধু এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে যে, তা দ্বারা দুনিয়ার সামগ্রী সংগ্রহ করবে, তাহলে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।"[৩]

---

[1] . [হাসান] আবু দাউদ, অধ্যায়: ইলম, অনুচ্ছেদ: জ্ঞানার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ। হা/ ৩১৫৭। তিরমিযী, অধ্যায়: ইলম, অনুচ্ছেদ: ইবাদতের চাইতে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা বেশী। হা/ ২৬০৬। ইবনু মাজাহ্ ভুমিকায় অনুচ্ছেদ: আলেমদের ফযীলত ও জ্ঞানার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ হা/ ২১৯। ছহীহ্ তারগীব ও তারহীব আলবানী হা/ ৬৮।

[2] . [ছহীহ্] মুসলিম, অধ্যায়: যিকির দু'আ তওবা ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদ: যিকির এবং কুরআন পাঠের জন্য একত্রিত হওয়ার ফযীলত। হা/ ৪৮৬৮

[3] . [ছহীহ] আবু দাউদ অধ্যায়: ইলম অনুচ্ছেদ: গাইরুল্লাহর জন্য জ্ঞানার্জন। হা/ ৩১৭৯ ইবনু মাজাহ অধ্যায়: ভুমিকা, অনুচ্ছেদ: জ্ঞান দ্বারা উপকার লাভ ও আমল করা। হা/ ২৪৮ তারগীব ও তারহীব আলবানী হা/ ৯৯।

৫- তারপর যা শিক্ষা গ্রহণ করেছো সে অনুযায়ী আমল কর। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا﴾

অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আপনার কাছে আশ্রয় চাই অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, অতিবৃদ্ধ হওয়া এবং কবরের আযাব হতে। হে আল্লাহ্ আমার অন্তরে তাক্বওয়া দান কর, তাকে পবিত্র কর, তুমিই উহাকে সর্বত্তোম পবিত্রতাকারী, তুমিই তার বন্ধু ও কর্তৃত্বকারী। হে আল্লাহ্ তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করি এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না, এমন হৃদয় থেকে যা ভীত হয় না, এমন প্রাণ থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না, এমন দু'আ থেকে যা কবূল করা হয় না।" [১]

৬- এরপর এই জ্ঞানের প্রচার কর ও অন্যকে তা শিক্ষা দান কর। জ্ঞান গোপন করে রেখো না। কেননা নবী ﷺ বলেন,

﴿مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به، كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه﴾

অর্থঃ "যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে তার প্রচার-প্রসার করে না তার উদাহরণ এমন ব্যক্তির সাথে যে শুধু সম্পদ অর্জন করে কিন্তু খরচ করে না।" (ত্বারাণী)

৭- জেনে রেখো! এই অফিস, অফিসের শ্রেণী কক্ষ, সিলেবাস পুস্তক সবই হচ্ছে ছাদাকায়ে জারিয়া। এগুলো তোমার জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে। তুমি এগুলোর সংরক্ষণে সচেষ্ট হও, যাতে করে অন্যরাও তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। যদি তোমার কাছে কোন পরার্মশ বা মন্তব্য বা অভিযোগ থাকে, তবে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বশীলগণ সানন্দ চিত্তে তা গ্রহণ করবেন এবং সমাধানের উদ্দ্যোগ নিবেন।

মহান আরশের অধিপতি সুমহান আল্লাহ্র সুউচ্চ দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি সবাইকে তাঁর আনুগত্য-নির্দেশ বাস্তবায়ন এবং নিষেধ থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন।

ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া ছাহবিহি আজমাঈন।

[1]. [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়: যিকির, দুআ ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদ: যা করা হয় এবং না করা হয় তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় কামনা।

প্রথম হাদীছ

عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হাদীছের বঙ্গানুবাদঃ

আমীরুল মু'মিনীন আবু হাফস উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, প্রতিটি আমল গ্রহণযোগ্য না অগ্রহণযোগ্য তা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উহাই রয়েছে যার নিয়ত সে করে। সুতরাং কারো হিজরত যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উদ্দেশ্যে হিজরত বলে গণ্য হবে। আর কারো হিজরত যদি দুনিয়া অর্জন অথবা কোন নারীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তার হিজরত সেভাবেই গৃহীত হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।[১]

রাবী পরিচিতিঃ

হাদীছের বর্ণনাকারী হলেন, আবু হাফস উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)। হিজরতের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তাঁর খেলাফতকাল ১০ বছর ৬ মাস। ২৩ হিঃ সনের জিলহজ্জ মাসে তিনি শহীদ হন। আবু লু'লু' নামক জনৈক অগ্নিপূজক নামাযরত অবস্থায় তাঁকে হত্যা করে।

হাদীছের গুরুত্বঃ

এ হাদীছটি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর جَوَامِعِ الْكَلِمِ - (অর্থাৎ অল্প কথায় ব্যাপক অর্থবোধক একটি হাদীছ।)

হাদীছটি সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেনঃ "নিয়ত সংক্রান্ত এই হাদীছটি ইলমে ফিকাহ্র ৭০টি স্থানে প্রযোজ্য। কিয়ামত পর্যন্ত কোন বাতিলপন্থী, ফিৎনা সৃষ্টিকারী বা ছলনাকারীর জন্য কোন সুযোগ রাখা হয়নি।"[২]

ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেনঃ "হাদীছটি ইসলামের মূলনীতিসমূহের মধ্য হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এমনও বলা হয়েছে: হাদীছটি জ্ঞানের এক তৃতীয়াংশ।"[৩] আলেমগণ এই হাদীছের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তা দিয়ে কিতাব রচনা আরম্ভ করা উত্তম মনে করতেন। মূলতঃ এর মাধ্যমে তাঁরা শিক্ষার্থীর নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন।

খ) হাদীছটির প্রেক্ষাপটঃ

একদল লোক ধারণা করে যে, হাদীছটি জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। সে উম্মে কায়েস নাম্নী একজন মহিলার প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিল। এ কাজে তার হিজরতের মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্য ছিলনা। ঘটনাটি সত্য তবে হাদীছটি শুধু এক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সকল প্রকার ইবাদতে নিয়তের পরিশুদ্ধতা আবশ্যক- একথা বুঝানোর জন্যই হাদীছটি বর্ণনা করা হয়েছে।

---

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদঃ শপথের ভিতরে নিয়ত, হাদীছ নং- ৬১৯৫, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইমারাহ, অনুচ্ছেদঃ- নবী (সাঃ)এর বাণী, আমল সমূহের বিশুদ্ধতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল, হাদীছ নং- ৩৫৩০।

[2] - ফাইজুল কাদীর, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৩২।

[3] - নাইলুল আওতার, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১৫৬।

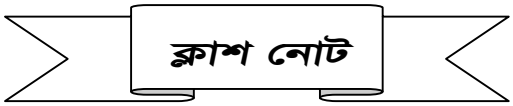
ক্লাশ নোট

গ) হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

১. হাদীছটি সকল প্রকার মৌখিক কথা ও দৈহিক কর্মকে শামিল করে। এমনিভাবে খারাপ কথা ও কর্ম পরিত্যাগও এর অন্তর্ভূক্ত। কেননা বান্দার যাবতীয় আমল তার ইচ্ছাধীন। এ কারণে ইচ্ছার বিভিন্নতার কারণে কর্মের বিভিন্নতা দেখা দেয়। সুতরাং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করলে তার প্রতিদান দেয়া হবে। অপর দিকে বৈধ কোন কারণ ছাড়া ওয়াজিব বা অপরিহার্য কোন বিষয় পরিত্যাগ করলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা, ফেরেশতাগণকে আদেশ দিয়ে বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! "আমার বান্দা যদি কোন অসৎ কাজ করার ইচ্ছা করে, তবে উহা পাপ হিসেবে লিখিও না, যতক্ষণ সে উহা বাস্তবায়ন না করে। যদি উহা বাস্তবায়ন করেই ফেলে তবে মাত্র একটি পাপ লিখে দাও। আর যদি আমার ভয়ে উহা পরিত্যাগ করে, তাহলে উহা একটি সৎকাজ হিসেবে লিখে দাও। আর যদি কোন সৎকাজের ইচ্ছা করে তবে উহা একটি সৎকাজ হিসেবে লিখে দাও। আর যদি উহা বাস্ত বায়ন করে তাহলে তা দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে লিখে দাও।[১]

এথেকে বুঝা যায়, মন্দকর্মের পরিত্যাগ যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না হয়, তবে তা সৎকাজ হিসেবে লিখা হবে না। আর যদি দৃঢ় সঙ্কল্প থাকার পর মানুষের ভয়ে উহা পরিত্যাগ করে থাকে তবে গুনাহগার হবে।

২. রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণীঃ

(إنما الأعمال بالنيات) এখানে সম্বন্ধকারী একটি শব্দ উহ্য মানা অপরিহার্য। আর তা হলো صحة বা বিশুদ্ধতা। অর্থাৎ যাবতীয় আমলের বিশুদ্ধতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

৩. وإنما لكل امرئ ما نوى "আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উহাই রয়েছে, যার নিয়ত সে করে।" সুতরাং যে ব্যক্তি কোন কাজ করার ইচ্ছা করল সে যেন উহা অর্জন করে নিল। উহা কাজে পরিণত করুক বা কোন কারণে তা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হোক। অনেক হাদীছে একথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আবু কাবশা আন্মারী (রা:) এর হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, দুনিয়া কেবলমাত্র চার প্রকার মানুষের জন্য। (১) এমন একজন বান্দার জন্য, যাকে আল্লাহ সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন। সে তাতে তার পালনকর্তাকে ভয় করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে এবং তাতে আল্লাহর হক আছে তাও বুঝে এবং তা আদায় করে। এব্যক্তি সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী। (২) অপর এক বান্দা, যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন, কিন্তু সম্পদ দেন নাই। কিন্তু সে সৎ নিয়তের অধিকারী। সে বলে, আমার যদি সম্পদ থাকত, তবে উমুক (প্রথম) ব্যক্তির ন্যায় তা খরচ করতাম। সে তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। আর উভয়ে সমান প্রতিদান পাবে। (৩) আরেক বান্দা এমন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু জ্ঞান দান করেন নি। সে বিনা জ্ঞানে তার সম্পদ যথায় ইচ্ছা ব্যয় করে। তাতে তার প্রতিপালককে ভয় করেনা এবং দানের মাধ্যমে তার অভাবী আত্মীয়দের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখেনা এবং তা থেকে আল্লাহর হকও আদায় করেনা। এব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট। (৪) এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ বা জ্ঞান কোনটিই প্রদান করেন নি। সে বলে আমার সম্পদ থাকলে অমুক (শেষোক্ত) ব্যক্তির মত খরচ করতাম। সে নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে এবং উভয়েই সমান গুনাহের অধিকারী হবে।[২]

---

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তাওহীদ, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণী, "তারা আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করতে চায়", হাদীছ নং- ৬৯৪৭ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদঃ বান্দা সৎকাজের নিয়ত করলে তা লেখা হয়ে যায়, কিন্তু পাপ কাজের সঙ্কল্প করলে, তা লেখা হয়না, হাদীছ নং- ১৩৮।

[2] - (সহীহ) তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুজ্ জুহ্দ, অনুচ্ছেদঃ দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হল চার ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, হাদীছ নং- ২২৪৭, ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুজ্ জুহ্দ, অনুচ্ছেদঃ নিয়ত প্রসঙ্গ, হাদীছ নং- ৪২১৮। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আল জামেউ, হাদীছ নং- ৩০২৪, মিশকাতঃ হাদীছ নং- ৫২৮৭।

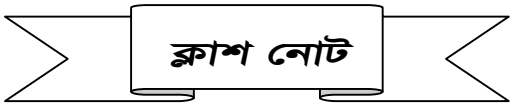
ক্লাশ নোট

8 (ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أوامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجرإليــه) "আর কারো হিজরতের উদ্দেশ্য যদি দুনিয়া অর্জন অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হয়ে থাকে তাহলে তার হিজরত সেভাবেই গৃহীত হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।"

ইবনু রজব (রঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিয়তের গুরুত্ব উল্লেখ করে নির্ধারণ করেছেন যে প্রতিটি আমল নিয়ত অনুযায়ী গৃহীত হবে। ব্যক্তি তার আমলের পূর্বে নিয়ত অনুসারে পাপ বা পূণ্য অর্জন করবে। অতঃপর তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যে, একটিই আমল নিয়তের বিভিন্নতার কারণে তার পরিণাম শুভ বা অশুভ বিভিন্ন রকম হয়েছে। অথচ উভয় ক্ষেত্রে আমলের পদ্ধতি-প্রকৃতি একই রকম।[১]

الهجــرة (হিজরত) শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিত্যাগ করা। কোন বস্তুর দিকে হিজরত করার অর্থ হলো অন্য বস্তু পরিত্যাগ করে তার দিকে স্থানান্তরিত হওয়া।

পরিভাষায় হিজরত বলা হয়, কোন অমুসলিম দেশ পরিত্যাগ করে মুসলিম দেশে গমণ করা। এ ধরণের হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। মক্কা ছেড়ে হাবশা বা মদীনা গমণকেও হিজরত বলা হয়, কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তা (হাবশা বা মদীনায় হিজরত) শেষ হয়ে গেছে।

ব্যক্তির উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে তার হিজরত বিভিন্ন রকম হবে। কেউ যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবেসে হিজরত করে বা স্বীয় অমুসলিম রাষ্ট্রে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে অপারগ হয়ে বাড়ী-ঘর ত্যাগ করে, তাহলে সে আল্লাহ্ ও রাসুলের জন্য প্রকৃত হিজরতকারী হিসেবে গণ্য হবে।

আর যদি উদ্দেশ্য হয় শুধু দুনিয়া উপার্জন অথবা সম্মান, সম্পদ, নারী ইত্যাদির মাধ্যমে স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণ, তাহলে তার হিজরত দুনিয়া ও তার ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের দিকেই গণ্য হবে। আখেরাতে কোন ফায়দা বা লাভ হবে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী, "যেদিকে হিজরত করেছে, সেদিকেই তার হিজরত হবে" একথাটি দুনিয়ার যে বস্তু সে অনুসন্ধান করেছে, তা অতি নগণ্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

ঘ) নিয়ত সম্পর্কে উলামাগণের মন্তব্যঃ

নিয়ত সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্য গুলো মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্তঃ

১. নিয়তের মাধ্যমে ইবাদতকে স্বাভাবিক কর্ম থেকে পৃথক করণঃ

যেমন পানাহার থেকে বিরত থাকা কখনো চিকিৎসকের পরামর্শে হয়ে থাকে, কখনো অক্ষমতার কারণে আবার কখনো আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি দমনের জন্য হয়ে থাকে। এই কারণে রোযার জন্য অবশ্যই নিয়তের প্রয়োজন। যাতে করে নিয়তের মাধ্যমে এক উদ্দেশ্য থেকে অন্য উদ্দেশ্য পার্থক্য হয়ে যায়। এমনিভাবে নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসলের সময় নিয়তের দরকার। যাতে করে তাকে অন্যান্য গোসল যেমন-শরীর ঠাণ্ডা করা, পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা ইত্যাদি থেকে পৃথক করা যায়।

২. নিয়তের মাধ্যমে এক ইবাদত থেকে অন্য ইবাদত পৃথক করণঃ

যেমন- নামাযের ক্ষেত্রে ফরয, সুন্নাত, নফল ইত্যাদি একটি অপরটি থেকে পৃথক করার জন্য নিয়ত অপরিহার্য। রোযাও তেমনি রয়েছে ফরয ও নফল। যেমন রামাযানের ফরয রোযা, নযর-মান্নতের রোযা, কাফ্ফারার রোযা, আরাফাত দিবসের রোযা, আশুরার রোযা, সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পৃথক পৃথক নিয়ত অত্যাবশ্যক। দান সাদকার ক্ষেত্রেও নিয়ত অপরিহার্য। যাতে করে যাকাত, কাফ্ফারা এবং নফল দানের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়।

---

[1] - যামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা নং- ১৪।

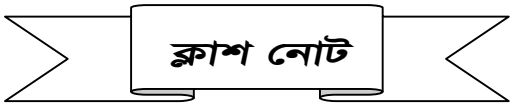
ক্লাশ নোট

৩) নিয়তের মাধ্যমে আমলের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করনঃ

আমল একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা হয়েছে না তাঁর সাথে অন্য কেউ জড়িত আছে এর পার্থক্য একমাত্র নিয়তের মাধ্যমেই সম্ভব।

ঙ) নিয়তের সংজ্ঞাঃ

ইমাম নবুবী (রঃ) বলেনঃ নিয়ত হচ্ছে- অন্তরে কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করা এবং উহা করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া।[১]

চ) নিয়ত মুখে উচ্চারণের বিধানঃ

গদবাধা কিছু শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে মুখে নিয়ত পাঠ করা একটি নিকৃষ্ট বিদআত। কেননা উহার প্রমাণ না আল্লাহ্‌র কিতাবে রয়েছে, না রয়েছে তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সুন্নাতে। আর প্রতিটি ইবাদতের মূলনীতি হচ্ছে উহা পালন করা অবৈধ যতক্ষণ না উহার পক্ষে কুরআন বা সুন্নাহ্‌ থেকে কোন দলীল পাওয়া যায়। আর এভাবে নিয়ত বলার পক্ষে কোন দলীল না থাকার কারণে উহা পরিত্যাজ্য। এমন কি সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং মুহাদ্দেছীনে কেরামদের কারো নিকট থেকে নিয়ত পাঠ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না।

ছ) মুবাহ কর্মে সৎ নিয়তের প্রভাবঃ

মুবাহ এমন বিষয়কে বলা হয় যার কর্তা কোন ছওয়াবের অধিকারী হয় না এবং পরিত্যাগকারীকে কোন রূপ দোষারোপও করা হয় না। অর্থাৎ উহা করা না করা উভয়ই সমান। এ ধরণের কাজকে শরীয়তে 'মুবাহ্‌' বলা হয়। যেমন- পানাহার ইত্যাদি।

এই মুবাহ্‌ কর্মে যদি সৎ নিয়তের সংযোগ ঘটে তাহলে তা ইবাদতে পরিণত হবে। এবং উহার কর্তা পুরস্কারের অধিকারী হবে। সুতরাং কেহ পানাহার করার সময় যদি এই নিয়ত করে যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ এবং রাসূলের আনুগত্যে শক্তি অর্জন করবে, তাহলে নিয়তের কারণে ছওয়াবের হকদার হবে। আয়-রোজগারের উদ্দেশ্য যদি হয় ভিক্ষাবৃত্তি ও মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে মুক্ত থাকা, নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজন পূরণে অর্থ ব্যয় করা, তাহলেও সে ছাওয়াবের অধিকারী হবে।

এমন কি স্ত্রী মিলনও ইবাদতে পরিণত হতে পারে যদি উদ্দেশ্য হয়- আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে স্ত্রীর হক আদায় করা এবং তার সাথে সৎ ব্যবহার করা, অথবা যদি নিয়ত থাকে সৎ সন্তানের কামনা বা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পবিত্র থাকা এবং নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দেয়া বা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে বিরত থাকা। রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেনঃ "স্ত্রী সঙ্গমেও তোমাদের জন্য সদকার ছওয়াব রয়েছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের একজন তার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করবে, আর এতে ছওয়াবের হকদার হবে এটা কেমন কথা? তিনি জবাবে বললেনঃ তোমরা কি মনে কর, সে যদি এই কাজ কোন হারাম স্থানে করত তবে পাপের অধিকারী হত না? তেমনি হালাল স্থানে ব্যবহার করার কারণে অবশ্যই সে পুরস্কারের অধিকারী হবে।[২]

সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তুমি যে খরচই করনা কেন তাতে প্রতিদান পাবে। এমন কি সে উদ্দেশ্যে তোমার স্ত্রীর মুখে কিছু রাখলেও ছওয়াবের অধিকারী হবে।"[৩]

---

[1] - ফাইযুল কাদীর, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৩০।

১- (সহীহ) মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুজ্‌ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ প্রতিটি ভালকাজের ক্ষেত্রে সাদকাহ শব্দের ব্যবহার, হাদীছ নং- ১৬৭৪,

[3] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদঃ নিয়তের উপরই কর্মের ফলাফল নির্ভর করে, হাদীছ নং- ৫৪, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ওসীয়া, অনুচ্ছেদঃ এক তৃতীয়াংশ সম্পদের উপর ওসীয়ত প্রসঙ্গে, হাদীছ নং- ৩০৭৬।

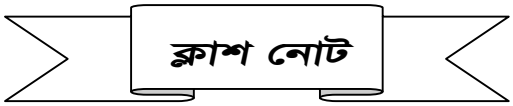
ক্লাশ নোট

ইমাম নববী (রঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেনঃ স্ত্রীর মুখে লোকমা তুলে দেয়া সাধারণত: প্রেমের ছলেই হয়ে থাকে এবং এতে প্রবৃত্তির খাহেশাত ও হৃদয়ের ভালবাসার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। কিন্তু এ কাজের সাথে যদি ছওয়াব

পাওয়ার উদ্দেশ্য সংযোগ হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র দয়ায় সেটাও অর্জিত হবে।[১] কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উহাই রয়েছে যা সে উদ্দেশ্য করে থাকে।"

ঝ) হাদীছটির উপকারীতাঃ

১) এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম ব্যক্তির উপর আবশ্যক হল, কোন কাজ আরম্ভ করার পূর্বে তার বিধান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া। কাজটি বৈধ না অবৈধ। ওয়াজিব না মুস্তাহাব। কেননা হাদীছ দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে আমল যদি সৎনিয়ত মুক্ত হয় তবে তা অগ্রাহ্য হবে।
২) আনুগত্যের কাজে নিয়ত পূর্বশর্ত। কেননা নিয়ত ব্যতীত কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়।
৩) সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মসমূহের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম নিয়ত দরকার।

প্রশ্নমালা

১) নিম্ন লিখিত হাদীছটির বাকী অংশ লিখুনঃ ----------(রাঃ) তিনি বলেনঃ অমি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ প্রতিটি আমল----------
২) হাদীছের বর্ণনাকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিখুন এবং হাদীছের গুরুত্ব সম্পর্কে অলোচনা করুন।
৩) সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুনঃ
ক) মুহাজেরে উম্মে কায়েসকে উদ্দেশ্য করে হাদীছটি বর্ণনা করা হয়েছে ☐
খ) হাদীছটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যাবতীয় আমলকে অন্তর্ভূক্ত করে ☐
গ) সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল- এখানে বিশুদ্ধতা শব্দটি গোপন রয়েছে ☐
৪) হিজরত কাকে বলে? হিজরত কি এখনো অবশিষ্ট রয়েছে নাকি শেষ হয়ে গেছে?
৫) নিয়ত কাকে বলে? উল্লেখ করুন।
৬) নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উদাহরণ দিনঃ
ক) অভ্যাস থেকে ইবাদতকে পৃথক করার উদাহরণ। যেমনঃ-------
খ) একই প্রকারের ইবাদতের একটিকে অন্যটি হতে পার্থক্য করার উদাহরণ। যেমনঃ--
৭) শুন্যস্থান পূরণ করুনঃ
ক) নিয়ত হলো---------- এবং ----------।
খ) মুখে নিয়ত উচ্চারণ করার বিধান---------- দলীল----------
৮) মুবাহ তথা বৈষয়িক কাজে সৎ নিয়তের প্রভাব কতটুকু? একটি দলীল উল্লেখ করুন?

[1] - ফতহুল বারী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১৩৭

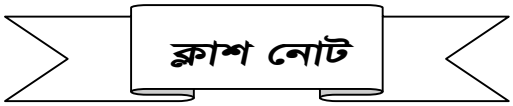
ক্লাশ নোট

দ্বিতীয় হাদীছ

عن أبي ذر جندب بن جنادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ (رواه الترمذى)

ক) বঙ্গানুবাদ ঃ

হযরত আবু জর জুনদুব ইবনে জুনাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, "আল্লাহ্ কে ভয় কর, তুমি যেখানেই থাকনা কেন। এবং কোন অন্যায় কাজ হয়ে গেলে পরক্ষণেই নেকীর কাজ করবে, যেন সে অন্যায়ের পাপ মোচন হয়ে যায়। আর মানুষের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করবে।[১]

খ) রাবী পরিচিতি ঃ

১) আবু জর জুনদুব ইবনে জুনাদাহ্ আল গিফারী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণে অগ্রণীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। হযরত আবু বকর, ওমর ও উসমান (রাঃ) এর খিলাফত কালে তিনি ফতোয়া দিতেন। তিনি দুনিয়া বিমুখ এবং অত্যন্ত পরহেজগার লোক ছিলেন। হিজরী ৩২ সনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

গ) হাদীছের গুরুত্ব ঃ

নিম্ন বর্ণিত আহবানের মাধ্যমে এ হাদীছের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে । তা হলো ঃ

১. তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি। এটাই হলো ধর্মের আসল উদ্দেশ্য এবং যাবতীয় কল্যাণ ও মর্যাদার মূল ভিত্তি। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল মানুষের নিকট আল্লাহর মহান উপদেশ হলো এই তাকওয়া।

২. উত্তম চরিত্র। ইহা বিশুদ্ধ ধর্ম ইসলামের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতীয় ঐক্য এবং পারস্পরিক প্রীতি ও সৌহার্দের অন্যতম মাধ্যম হলো উত্তম চরিত্র। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ এবং বিচার দিবসে উচ্চ মর্যাদারও আশা করা যায় ।

ঘ) মহান উপদেশ ঃ

তাকওয়ার (আল্লাহ্ ভীতি) অসিয়ত হলো মহান অসিয়ত। ইহা আল্লাহ্ তায়া'লার উপদেশ পূর্ববতী ও পরবর্তী সকল মানুষের নিকট । তিনি এরশাদ করেন,

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾

অর্থঃ আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই ভয় কর আল্লাহকে। (সূরা নিসাঃ ১৩১)

এই কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মানুষকে আল্লাহ ভীতির কাথা স্মরণ করিয়ে তাঁর অধিকাংশ খুতবা আরম্ভ করতেন। তিনি খুতবার প্রারম্ভে নিম্নলিখিত আয়াতগুলো পাঠ করতেন।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরন করো না। (আলে ইমরানঃ ১০২)

﴾

[1] -(হাসান) তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদঃ মানুষের সাথে আচার-ব্যবহার সম্পর্কে, হাদীছ নং ১৯১০। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।

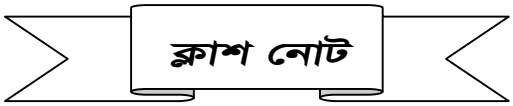
ক্লাশ নোট

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

অর্থঃ হে মানব সমাজ ! তোমরা তোমাদের পালন কর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকেও ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (সূরা নিসাঃ ১)

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

অর্থঃ হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল । তিনি তোমাদের আমল আচরন সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আহযাবঃ ৭০-৭১)

ঙ) তাকওয়ার সংজ্ঞাঃ

আভিধানিক অর্থে তাকওয়া হল, প্রতিবন্ধক বা অন্তরায় হিসেবে এমন উপায় অবলম্বন করা যা তোমাকে ক্ষতি এবং বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং সংরক্ষণ করবে।

তাকওয়াল্লাহ্ বা আল্লাহ ভীতির সংজ্ঞায় ইবনে রজব (রহঃ) বলেন ঃ "বান্দা তার মাঝে এবং তার প্রভূর মাঝে এমন একটি প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে যা তাকে প্রভুর ক্রোধ, অসন্তুষ্টি এবং শাস্তি থেকে বাঁচাতে সক্ষম হবে। আর উহা হলো, তাঁর আনুগত্য করা এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা।[১]

তাকওয়ার ব্যাখ্যা সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনিষীদের থেকে অনেক ধরনের মন্তব্য পাওয়া যায়। তম্মধ্যে আরো একটি হলো, "আল্লাহ্র আনুগত্য করা অতঃপর তার অবাধ্য না হওয়া। তাঁকে স্মরণ রাখা অতঃপর ভুলে না যাওয়া। তাঁর কৃতজ্ঞতা করা অতঃপর অকৃতজ্ঞ না হওয়া।[২]

আল্লাহ্ ভীতির অন্তর্গত হলো, ওয়াজিব নির্দেশ বা কর্মসমূহ আদায় করা। হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়কে পরিত্যাগ করা। এ ধরনের তাকওয়া অবলম্বন করা এবং স্বীয় জীবনে বাস্তবায়িত করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব বা আবশ্যক।

এমনিভাবে মুস্তাহাব বিষয় আদায় করা, মাকরূহ (অপছন্দনীয়) বিষয় পরিত্যাগ করাও তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির শামিল। এ ধরনের তাকওয়া ব্যক্তিকে আল্লাহ ভীতির উচ্চ স্তরে নিয়ে যায়। আল্লাহ তায়া'লা বলেন

﴿الم(১)ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ(২)الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(৩)وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

অর্থঃ আলিফ -লাম-মীম । এ কিতাবের মাঝে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। ইহা পরহেজগারদের জন্য পথ প্রর্দশনকারী। যারা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রূযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে সব বিষয়ের উপর যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সে সব বিষয়ের উপর যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে । আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (সূরা বাকারাঃ ১-৪)

চ) তাকওয়ার সম্বন্ধ এবং উহার অর্থঃ

তাকওয়া শব্দটি আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়। যেমন - পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

[1] - যামিউল উলুম ওয়াল হিকাম।

[2] - তাফসীরে ইবনে কাছীর, প্রথম খন্ড।

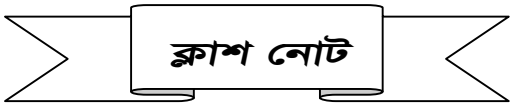
ক্লাশ নোট

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

অর্থঃ তোমরা ভয় কর সেই আল্লাহকে যার নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (সূরা মায়েদাঃ ৯৬) তিনি আরো বলেন ঃ

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তায়া'লাকে ভয় কর । প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে তার চিন্তা করা। তোমরা আল্লাহ তায়া'লাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তায়া'লা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (সূরা হাশরঃ ১৮)

এখানে আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হলো তাঁর অসন্তুষ্টি এবং ক্রোধকে ভয় করা। আর এটাই হলো বিরাট বিষয় যা থেকে ভয় করা কর্তব্য । কেননা এ কারণেই দুনিয়া এবং আখেরাতে তাঁর শাস্তি এবং আযাব নেমে আসে।

এমনিভাবে তাকওয়ার সম্মন্ধ আল্লাহর শাস্তি এবং উহার স্থান তথা জাহান্নাম ও কিয়ামত দিবসের প্রতি করা হয়। যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেন ঃ

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

অর্থঃ অতএব তোমরা সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। (সূরা বাকারাঃ ২৪)

অন্য স্থানে আল্লাহ বলেন,

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾

অর্থঃ ভয় কর ঐ দিনকে, যে দিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা বকারাঃ ২৮১)

ছ) তাকওয়ার ফযীলতঃ

কুরআন এবং পবিত্র সুন্নাতে তাকওয়ার ফযীলত সম্পর্কে অনেক প্রমাণ রয়েছে। তম্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ

১.মুত্তাকি বা পরহেজগারগণই হবেন বেহেশতের প্রতিনিধি। আল্লাহ বলেন,

﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾

অর্থঃ এটা ঐ জান্নাত যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে পরহেজগারদেরকে। (সূরা মারইয়ামঃ ৬৩)

২. তাকওয়ার মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহ্‌র ভালবাসা প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ বলেন,

﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾

অর্থঃ যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং পরহেজগার হবে, অবশ্যই আল্লাহ পরহেজগারদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আল-ইমরানঃ ৭৬)

৩. পরহেজগার ব্যক্তিদের জন্য আকাশ এবং যমীনের বরকতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়া'লা এরশাদ করেন,

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

অর্থঃ আর যদি গ্রামবাসী ঈমান আনত এবং পরহেজগারীতা অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামত সমূহ উম্মুক্ত করে দিতাম। (সূরা আ'রাফঃ ৯৬)

৪. আল্লাহ তায়া'লা পরহেজগারদের সাথে থাকেন এবং তাদেরকে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ তায়া'লা ঘোষণা করেন,

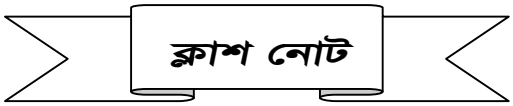
ক্লাশ নোট

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন যারা পরহেযগারীতা অবলম্বন করে এবং সৎ কর্ম করে। (সূরা নাহালঃ ১২৮)

৫. তাকওয়ার মাধ্যমে দুনিয়া এবং আখেরাতের প্রতিটি বিষয় সহজ করে দেয়া হয় । আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾

অর্থঃ আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কর্মকে সহজ করে দেন। (সূরা তালাকঃ ৪)

৬. পরহেজগারীতাই হলো ইহ-পরকালের সর্বত্তোম পাথেয় । আল্লাহ তায়া'লা বলেন ঃ

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

অর্থঃ এবং তোমরা পাথেয় অর্জন কর। সর্বত্তোম পাথেয় হল তাকওয়া বা আল্লাহ্ ভীতি। (সূরা বাকারাঃ ১৯৭)

৭. ইহ-পরজগতের উত্তম পরিণাম পরহেজগারদের জন্যই নির্ধারিত। আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

﴿والعاقبة للمتقين﴾

অর্থঃ এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। (সূরা আ'রাফঃ ১২৮)

জ) প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আল্লাহ্র ভয়ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণী, যেখানেই থাকনা কেন, আল্লাহকে ভয় কর, অর্থাৎ গোপনে যখন তোমাকে কেউ দেখে না তখন আল্লাহকে ভয় কর। প্রকাশ্যে যখন মানুষ তোমাকে দেখে তখনও তাঁকে ভয় কর। কেননা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়া'লা বান্দার যাবতীয় কথা, কাজ ও অবস্থার পর্যবেক্ষণ করেন। আল্লাহ বলেন,

﴿إن الله كان عليكم رقيبا ﴾

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (সূরা নিসাঃ ১) ইবনে বাছীর (রঃ) বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা যেহেতু আমাদের সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন, তাই আমাদের সদা সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।[১]

নিঃসন্দেহে গোপনাবস্থায় আল্লাহ তায়া'লার সচেতনতার ব্যাপারে উদাসীন থাকা ব্যক্তির অন্তর রোগাক্রান্ত হওয়ার পরিচয় বহন করে। আর এটাই মুনাফেকদের কাজ। এই কারণে আল্লাহ তায়া'লা তাদেরকে দোষারোপ করেছেন যারা মানুষের ভয়ে খারপ কাজ পরিত্যাগ করে। এবং মানুষের অগোচরে আল্লাহকে ভয় না করে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। অথচ তিনি গোপন এবং অপ্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান রাখেন এবং দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنْ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنْ اللَّه ﴾

অর্থঃ তারা (মুনাফিকরা) মানুষের কাছে লজ্জিত হয় এবং আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধ করে না। (সূরা নিসাঃ ১০৮)

এই কারণে জনৈক সৎ লোক বলেছেন, তুমি আল্লহকে ভয় কর এই বিশ্বাসে যে, তিনি সবচাইতে সহজভাবে তোমার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধকারী।[২]

আবু সুলাইমান জাওযাযানী (রঃ) বলেন, নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্থ সেই ব্যক্তি যে মানুষের সম্মুখে স্বীয় সৎ আমলের প্রকাশ ঘটায় এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় এমন সত্বার সম্মুখে যে তার শাহ্ রগের চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। জনৈক মনিষী বলেছেন, গোপনীয় অবস্থায় আল্লাহর ভয় ব্যক্তির পূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক।

[1] - তাফসীর ইবনে কাছীর, দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং- ৪৪৯।

[2]- হিলয়াতুল আওলীয়া, অষ্টম খন্ড পৃষ্ঠা নং- ১৪২।

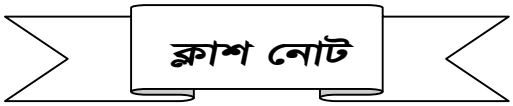
ক্লাশ নোট

ঝ) পাপ মোচনকারী বিষয়ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণী,

﴿واتبع السيئة الحسنة تمحها﴾

অর্থঃ অন্যায় কাজের পরক্ষনেই উত্তম কাজ করবে, যেন সে অন্যায়ের পাপ মোচন হয়ে যায়। হাদীসের এ অংশটুকু থেকে প্রমাণিত হয় যে, আনুগত্যের কাজে বান্দার নিকট থেকে কখনো ত্রুটি প্রকাশ পেতে পারে বা কখনো নিষিদ্ধ কোন কাজে সে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। সে অবস্থায় তার কর্তব্য হলো, দ্রুত সৎ কাজে মনোনিবেশ করা পূণ্যের কাজে লিপ্ত হওয়া, তহলে উল্লেখিত পাপ মোচন হয়ে যাবে। এ কথার সাক্ষ্যে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত উল্লেখ করা যায়ঃ

﴿وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾

অর্থঃ আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায প্রতিষ্ঠা করবে, এবং রাতের প্রান্তভাগেও। সৎ কাজ অবশ্যই পাপসমূহকে দূর কবে দেয়। (সূরা হুদঃ ১১৪)

এই আয়াতের শানে নযুল সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি একজন মহিলাকে চুম্বন করেছিল । অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর নিকট এসে তাঁকে এই অন্যায় কাজ সম্পর্কে সংবাদ দিলে আল্লাহ তায়া'লা এই আয়াত নাযিল করেন। লোকটি আরজ করল হে আল্লাহর রাসূল এ বিধান কি আমার জন্যই নির্দিষ্ট? তিনি বললেন, আমার উম্মতের সকলের জন্য এই বিধান।[১]

এমনি ভাবে আল্লাহ তায়া'লা পরহেজগারদের পরিচয় বর্ণনা করেছেন যে, তাদের নিকট থেকে কোন ত্রুটি হয়ে গেলে তারা বসে থাকে না বরং দ্রুত ফিরে আসে আল্লাহর দিকে এবং তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

অর্থঃ তারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজেদের কৃত কর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তাই করতে থাকে না। (সূরা আলে ইমরান-১৩৫)

সুতরাং প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের পাপ এবং অন্যায় থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য এ রকম একটি রাস্তা খুলে দিয়েছেন।

ঞ) কোন ধরণের সৎকাজ পাপ মোচন করে?

কোন ধরনের সৎকাজ পাপ মিটিয়ে দেয় এপ্রসঙ্গে উলামাদের থেকে দুটি মত পাওয়া যায়ঃ

১- কোন কোন বিদ্বান বলেন, সৎ কাজ বলতে এখানে উক্ত পাপ থেকে তওবা করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি স্বীয় পাপ থেকে তওবা করে তাকে তিনি ক্ষমা করেন এবং তার তওবা কবুল করেন। পবিত্র কোরআনের অনেক স্থানে এ ধরনের কথা পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾

অর্থঃ অবশ্যই আল্লহ তাদের তওবা কবুল করবেন যারা ভূল বশতঃ মন্দকাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে, এরাই হলো সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। (সূরা নিসাঃ ১৭) তিনি আরো বলেন,

---

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবু মাওয়াকীতুস্ সালাত, অনুচ্ছেদঃ নামায পাপ কাজের কাফ্ফারা, হাদীছ নং- ৪৯৫, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদর, অনুচ্ছেদঃ সৎ কাজ পাপসমূহকে মিটিয়ে দেয়, হাদীছ নং- ৪৯৬৩।

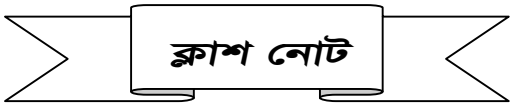
ক্লাশ নোট

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾

অর্থঃ কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম করে আল্লাহ তাদের গুনাহকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। (সূরা ফুরকানঃ ৭০)

২.আবার কোন কোন বিজ্ঞজন বলেন, পূণ্য বলতে শুধু তওবা উদ্দেশ্য নয়। বরং সকল প্রকার সৎ আমল উদ্দেশ্য। নিম্নোক্ত আয়াতে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

﴿ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾

অর্থঃ আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, এবং রাত্রের প্রান্তভাগেও ; পূণ্য্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়। (সূরা হুদঃ ১১৪)

অতএব নামায এবং অজু পাপ মোচন এবং ক্ষমা পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম, এ ব্যাপারে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের সন্ধান দিব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ পাপসমূহ মিটিয়ে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ বলুন। তিনি বললেন, কষ্ট হলেও পূর্ণরূপে অজু করা। বেশী বেশী মসজিদের পথে চলা। এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। ইহাই আমাদের জন্য সীমান্তে পাহারা দেয়ার মত মর্যাদা তুল্য"।[১]

এমনিভাবে প্রতিদানের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করা।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রামাযানের সিয়াম পালন করবে ঈমানে সাথে এবং প্রতিদানের আশায়, তার পূর্বকৃত যাবতীয় পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে। এবং যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে দাঁড়িয়ে ইবাদত করবে ঈমানের সাথে প্রতিদান পাওয়ার আশায়, তার পূর্বকৃত যাবতীয় পাপরাশী ক্ষামা করা হবে।[২]

এই ভাবে হজ্জও পাপ মার্জনা এবং উহা মিটিয়ে ফেলার অন্যতম মাধ্যম। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন করে অতঃপর স্ত্রী মিলনে লিপ্ত হয় না এবং পাপের কাজে জড়িত হয় না, সে ফিরে আসে এমন দিনের মত নিস্পাপ হয়ে, যে দিন তার মাতা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল।[৩]

এ ছাড়া আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যা থেকে বুঝা যায় যে, পাপসমূহ মার্জনা পাওয়া ও উহা বিলুপ্ত হওয়ার মাধ্যম হলো সৎকর্ম।

ট) সৎ কর্মের মাধ্যমে কোন ধরনের পাপ মোচন হয়ঃ

প্রখ্যাত তাবেয়ী আত্বা (রঃ) এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেছেন যে, সৎকর্ম শুধু মাত্র ছোট পাপগুলোকেই মোচন করে। তাদের কেহ মন্তব্য করেছেন যে, সৎ আমলের দ্বারা ছোট পাপ মোচনের শর্ত হলো কবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা। কেননা সৎ আমলের মাধ্যমেই যদি ছোট-বড় যাবতীয় গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়া যায় তবে তওবা করার কোন প্রয়োজন থাকেনা। অথচ এটা জানা কথা যে, তওবা একটি আবশ্যিক বিষয়। আর আবশ্যক বিষয় আদায় করার জন্য নিয়ত এবং সংকল্প জরুরী। একইভাবে ফরজ আমলের মাধ্যমে যদি বড় পাপও ক্ষমা হয়ে যায় তবে দোযখে প্রবেশ করার মত কারো কোন পাপই অবশিষ্ট থাকবে না।

---

[1] - (সহীহ) মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তাহারাত, অনুচ্ছেদঃ কষ্ট সত্বেও উত্তমরূপে অজু করা। হাদীছ নং- ৩৬৯

[2] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাতুত্ তারাভীহ, অনুচ্ছেদঃ লাইলাতুল কদরের ফজীলত। হাদীছ নং- ১৮৭৫। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদঃ রামাযান মাসে তারাভীর নামাযের প্রতি উৎসাহ প্রদান। হাদীছ নং- ১২৬৮।

[3] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ কবূল হজ্জের ফজীলত, হাদীছ নং- ১৪২৪। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হাজ্জ, অনুচ্ছেদঃ হাজ্জ ও ওমরার ফজীলত, হাদীছ নং- ২৪০৪।

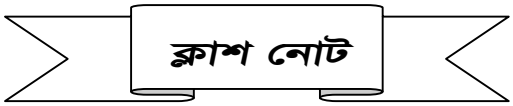
ক্লাশ নোট

উপরোক্ত মত পোষণকারীদের সর্বাধিক শক্তিশালী দলীল হলো এই হাদীছটি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, "পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমআ থেকে অপর জুমআ এবং এক রামাযান থেকে অন্য রামাযানের মধ্যে কৃত পাপ মোচন হয়ে যায় যদি ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে"।[১]

অধিকাংশ বিদ্বানদের অভিমতও এটাই যে, ছোট পাপ মোচনের জন্য বড় পাপ থেকে বিরত থাকা শর্ত। ক্বাতাদাহ (রঃ) বলেন, আল্লাহ তো ক্ষমার অঙ্গিকার সেই ব্যক্তিদের জন্যই করেছেন যারা কবীরা বা বড় গুনাহ থেকে বিরত থকে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণী, যে ব্যক্তি এ ধরনের কোন বড় পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর আল্লাহ সেটা গোপন রাখেন। তাহলে তার ফায়সালা আল্লাহর উপরেই সমর্পিত। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন এবং ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন।[২]

এ হাদীছেও এ দলীল পাওয়া যায় যে, ফরজ আমল করলেই বড় পাপ মাফ পাওয়া যায় না বরং এর জন্য অবশ্যই বিশুদ্ধ তওবা জরুরী ।

ঠ) ছোট পাপ থেকে তওবা করাঃ

ছোট পাপ থেকেও তওবা করা মুসলিম ব্যক্তির উপর কর্তব্য। হাম্বলী বিদ্বানগণ এই মত পোষণ করেন। তাঁরা দলীল হিসেবে মহান আল্লাহর এই বাণী পেশ করেন,

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ----------وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থঃ মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে। এখান থেকে নিয়ে এই আয়াতাংশ পর্যন্ত, হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তওবা কর। যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা নূরঃ ৩০-৩১) তাঁদের আরো একটি দলিল হলো, আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কেউ যেন অপরকে উপহাস না করে। কেননা হতে পারে উপহাসকৃত ব্যক্তি উপহাসকারীর চাইতে উত্তম। এমনিভাবে কোন মহিলাও যেন অপর মহিলাকে উপহাস না করে। কেননা হতে পারে উপহাসকৃত মহিলা উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরকে দোষারূপ করোনা এবং কাউকে মন্দ নামে ডেকোনা। ঈমান আনয়নের পর কাউকে ফাসেক বলে ডাকা খুবই নিকৃষ্ট কাজ। যারা এহেন কাজ থেকে তাওবা না করে তারাই জালেম। (সূরা হুজূরাতঃ ১১)

ড) উত্তম চরিত্রও আল্লাহ ভীতির অন্তর্গতঃ

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণী, আর মানুষের সাথে সর্বত্তোম আচরণ করবে। উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া তাকওয়ার একটি বৈশিষ্ট যা ব্যতীত উহা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনা। আল্লাহ তায়া'লা এরশাদ করেন ঃ

﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

অর্থঃ তৈরী করা হয়েছে (জান্নাত) পরহেযগারদের জন্য। যারা সচ্ছলতা ও অভাবের সময় ব্যয় করে। যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। মূলতঃ সৎকর্মশীলদিগকেই আল্লাহ ভালবসেন। (সূরা আলে ইমরানঃ ১৩৩-১৩৪)

---

[1] - (সহীহ) মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তাহারাত, অনুচ্ছেদঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, হাদীছ নং- ৩৪৪।

[2] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আহকাম, অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের বায়আত, হাদীছ নং- ৬৬৭৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদঃ শাস্তি পাপীর জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ, হাদীছ নং- ৩২২৩।

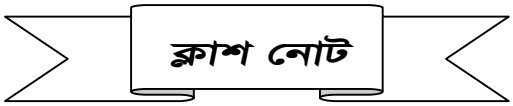
ক্লাশ নোট

এই আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার ও ক্ষমা সুলভ আচরণকে তাকওয়া মুল্যায়নের অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর উম্মতকে ইসলামের উন্নত চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন ও উপদেশ দিয়েছেন। এসমস্ত উপদেশ সমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

১. ঈমানের পূর্ণতা উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে ঘটে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, মুমিনদের মাঝে পূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।[১]

২.উত্তম চরিত্রের কারণে বান্দা প্রভূর জন্য বিনয়াবনত ইবাদতকারীদের মর্যাদা লাভ করে থাকে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা করেন, "নিঃসন্দেহে মুমিন ব্যক্তি তার সর্বোত্তম চরিত্রের মাধ্যমে সিয়াম পালনকারী, রাত জেগে ইবাদত কারীর মর্যাদায় ভূষিত হয়"।[২]

৩. উত্তম চরিত্র কিয়ামত দিবসে বান্দার আমলের পাল্লাকে ভারী করে দেবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "কিয়ামত দিবসে উত্তম চরিত্রের চাইতে ভারী কোন কিছু পাল্লায় রাখা হবে না"।[৩]

৪. যে বিষয়টি অধিক হারে মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে তা হলো এই উত্তম চরিত্র। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে প্রশ্ন করা হল, সর্বাধিক কোন বিষয়টি মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, "আল্লাহ ভীতি এবং উত্তম চরিত্র"।[৪]

ঢ) পূর্বসূরীদের থেকে উত্তম চরিত্রের ব্যাখ্যাঃ

এ প্রসঙ্গে হাফেয ইবনে রজব পূর্বসূরী বিদ্বানদের অনেক উক্তি উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি পেশ করা হলঃ

ক) হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, উত্তম চরিত্র হল আতিথেয়তা, দানশীলতা এবং ধৈর্য্যাবলম্বন।

খ) ইবনুল মুবারক (রঃ) বলেন, উহা হল মানুষের সামনে প্রফুল্ল বদনে থাকা, সৎ উপদেশ দেয়া এবং কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা।

গ) ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন, উত্তম চরিত্র হচ্ছে, তুমি অযথা ক্রুদ্ধ হবেনা এবং করো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখবে না।

ঘ) অপর কোন বিদ্বান বলেছেন, উত্তম চরিত্র বা সদাচার হল, আল্লাহর জন্য ক্রোধ সংবরণ করা। পাপী এবং বিদআতী ব্যতীত সকল ধরণের মানুষের সামনে হাস্যজ্জোল ভাব প্রকাশ করা, ভুলত্রুটিতে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে শিক্ষা দেয়া বা তাদের উপর দন্ডবিধি কায়েমের উদ্দেশ্য ব্যতীত তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া। প্রত্যেক মুসলমান এবং চুক্তিতে আবদ্ধ অমুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। তবে অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং সীমালংঘণ ব্যতীত মাজলুমের অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।[৫]

মূলতঃ উপরোল্লিখিত প্রত্যেকটি মন্তব্যই "উত্তম চরিত্র" বা সদাচারের অন্তর্গত।

ণ) বান্দা কিভাবে সদগুণে গুণান্বিত হবেঃ

বান্দার চরিত্র তখনই সদাচারের সৌন্দের্যে বিকশিত হবে যখন সে সকল নবী এবং রাসূলগণের নেতা বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পদাংকের অনুসরণ করবে। কেননা তিনিই এক মাত্র এই বিষয়টিকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে এরশাদ করেন,

---

[1] - (সহীহ) তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রিযা, অনুচ্ছেদঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার, হাদীছ নং- ১০৮২। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সুন্নাহ, অনুচ্ছেদঃ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি, হাদীছ নং- ৪০৬২। ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আল জামে হাদীছ নং- ২- ১২৩২। সিলসিলায়ে সাহীহা, হাদীছ নং- ২৮৪।

[2] - (সহীহ) আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদঃ উত্তম চরিত্র, হাদীছ নং- ৪১৬৫। ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আল জামে হাদীছ নং- ১- ১৯৩২।

[3] - (সহীহ) আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদঃ উত্তম চরিত্র, হাদীছ নং- ৪১৬৬, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বির ওয়াস সিলাত, অনুচ্ছেদঃ উত্তম চরিত্র, হাদীছ নং- ১৯২৫। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আলজামে, হাদীছ নং- ২/ ৫৭২১।

[4] - (হাসান) তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদঃ উত্তম চরিত্র, হাদীছ নং- ১৯২৭, ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুজ্ জুহদ, অনুচ্ছেদঃ পাপ কাজের আলোচনা, হাদীছ নং- ৪২৩৬। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। সিলসিলায়ে সাহীহা, হাদীছ নং- ৯২৭।

[5] - জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা নং- ১৮২।

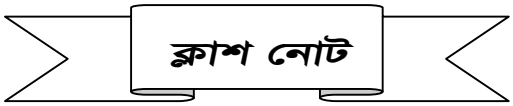
ক্লাশ নোট

﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

অর্থঃ অবশ্যই আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী। (সূরা কলমঃ ৪) সুতরাং এ ক্ষেত্রে তিনিই হলেন সর্বোত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয়। আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

অর্থঃ নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর জীবনীতে রয়েছে সর্বোত্তম নমুনা বা আদর্শ। (সূরা আহযাবঃ ২১)

অতএব, মুসলিম ব্যক্তির উপর আবশ্যক হল, সে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে এবং সে সম্পর্কে গবেষণা করবে, তাঁর প্রতিপালকের সাথে তাঁর কিরূপ সম্পর্ক ছিল? কেমন ছিল আচরণ মানুষের সাথে? কিরূপ ব্যবহার করতেন পরিবারের সদস্যদের সাথে? তাঁর সাথী সাহাবীদের সাথে কিভাবে চলাফেরা করতেন? অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে কিরূপ আচরণ করতেন?

এ ছাড়া সদগুণ অর্জনের আরো পন্থা হল পরিচ্ছন্ন অন্তরের অধিকারী পরহেজগার ও চরিত্রবান ব্যক্তিদের সংস্পর্শ লাভের চেষ্টা করা, তাদের বৈঠকে বসা। কেননা একজন মানুষ অন্য জনের সংস্পর্শে আসলে তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "ব্যক্তি তার বন্ধুর ধর্ম বা রীতি -নীতির অনুসারী হয়। সুতারাং তোমরা দেখে নাও কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে"।[১] অতএব প্রতিটি মুসলমানের উপর অপরিহার্য হচ্ছে, অসৎ ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করা যারা প্রশংসিত ও উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান নয়, যার দিকে একনিষ্ঠ বিশুদ্ধ ধর্ম মানুষকে আহবান করে থাকে।

প্রশ্ন মালাঃ

১- হাদীছের অবশিষ্ট অংশটুকু পূরণ করুন, হযরত আবু যর যুনদুব ইবনে জুনাদাহ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহকে ভয় কর ----- ----- ----- ----- ---- ----

২- সংক্ষেপে হাদীছটির বর্ণনাকারীর জীবনী আলোচনা করুন?

৩- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিভাবে খুতবা আরম্ভ করতেন?

৪- তাকওয়া কাকে বলে? তাকওয়ার তিনটি ফজীলত বর্ণনা করুন

৫- "আল্লহকে ভয় কর তুমি যেখানেই থাক" রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর এই কথা থেকে কি প্রমাণিত হয়?

৬- আল্লাহর বাণী, "দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের প্রান্তভাগে নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, নিশ্চয় পূণ্য কাজ পাপকে দূর করে দেয়"।

৭- আয়াতের শানে নযুল কি?

৮- এই আয়াত থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করা যায়?

৯- পাপ মোচনকারী পূণ্য কাজ সম্পর্কে বিদ্বানদের দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। অভিমত দু'টি দলীলসহ উল্লেখ করুন।

১০- ছোট পাপ মোচনের জন্য বড় পাপ থেকে দূরে থাকা কি শর্ত ? দলীল কি ?

১১- উত্তম চরিত্রের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী তিনটি হাদীছ উল্লেখ করুন?

১২- উত্তম চরিত্র বলতে কি বুঝায়? মানুষ কিভাবে তার চরিত্রকে সুন্দর করতে পারবে ?

[1] - (হাসান) আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদঃ যার সাথে বৈঠকে বসার আদেশ দেয়া হবে, হাদীছ নং- ৪১৯৩, তিরমিযী , অধ্যায়ঃ কিতাবুজ্ জুহ্দ, অনুচ্ছেদঃ ন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন, হাদীছ নং- ২৩০০। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সহীহুল জামে, হাদীছ নং- ৩৫৪৫।

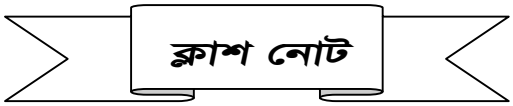
ক্লাশ নোট

তৃতীয় হাদীছ

عنْ أُمِّ الْمُؤْمنِيْنَ عائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُــوَ رَدٌّ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيْ)

وفِي رواية :"مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ " (رواه مسلم)

ক) হাদীছের বঙ্গানুবাদঃ

উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে যা তার অন্তর্ভূক্ত নয়, তাহলে উহা প্রত্যাখ্যাত"।[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি এমন আমল করবে যার পক্ষে আমার শরীয়তের কোন নির্দেশ নেই, তবে উহা প্রত্যাখ্যাত বা অগ্রহণীয়।[২]

খ) রাবী পরিচিতিঃ

এই হাদীছের বর্ণনাকারী হলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর স্ত্রী উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)। তিনি ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)এর কন্যা। নারীকুলের মধ্যে সর্বযুগে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবতী মহিলা। একমাত্র তিনিই ছিলেন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একমাত্র কুমারী এবং সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী। তিনি ২২১০টি হাদীছ বর্ণনা করেন। ৫৭ হিঃ সনে রামাযানের ১৭ তারিখে মৃত্যু বরণ করেন। 'বাকী' গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

গ) হাদীছটির গুরুত্বঃ

ইমাম নবুবী (রঃ) বলেনঃ সকলের উচিৎ হাদীছটি মুখস্ত রাখা এবং শরীয়ত বিরোধী প্রতিটি অবৈধ কাজের বিপক্ষে দলীল হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা।[৩] ইমাম তুরাক্কী (রঃ) বলেন, হাদীছটি শরীয়তের দলীল সমূহের অর্ধেক হিসেবে স্বীকৃত।[৪] ইমাম ইবনে রজব (রঃ) বলেনঃ ইসলামের মৌলনীতি সমূহের মধ্যে এই হাদীছটি একটি মহান মৌলনীতি। নিয়ত সম্পর্কিত হাদীছটি হলো, গোপনীয় আমলসমূহের মাপকাঠি আর এই হাদীছটি হলো, প্রকাশ্য আমলসমূহের মাপকাঠি।[৫]

ঘ) দ্বীনের মধ্যে বিদআত নিষিদ্ধঃ

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ﴾

অর্থাৎ- যে আল্লাহ্র দ্বীনে ও তার মনোনীত শরীয়তে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে বা চালু করবে, যা উক্ত দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত নয়, বা তার পক্ষে ধর্মের মূলনীতি ও সংবিধান থেকে কোন সাক্ষ্য বা দলীল নেই, তাহলে উহা প্রত্যাখ্যাত, আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবে না এবং দুনিয়া ও আখেরাত কোন ক্ষেত্রেই সে উপকৃত হবে না।

---

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সুলহ, অনুচ্ছেদঃ যদি অন্যায়ভাবে মীমাংশা করে, তবে সেই মীমাংশা প্রত্যাখ্যাত, হাদীছ নং- ২৪৯৯।

[2]– মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আকজীয়া, অনুচ্ছেদঃ অন্যায় হুকুম এবং নব আবিস্কৃত বিষয়সমূহ প্রত্যাখ্যাত হওয়া প্রসঙ্গে, হাদীছ নং- ৩২৪৩।

[3] - নাইলুল আওতার, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৭০।

[4] - ফাইজুল কাদীর, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৩৬।

[5] - জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা নং- ৫৯।

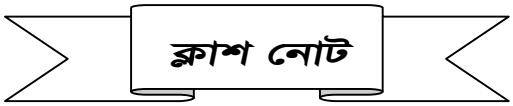
ক্লাশ নোট

৬) ইবাদতে নতুন নিয়ম উদ্ভাবনঃ

ইবদতের মূলনীতি হচ্ছে দলীল ভিত্তিক। দলীলবিহীন কোন ইবাদতই বৈধ নয়। সুতরাং যে কোন ধরনের ইবাদত যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবিধিবদ্ধ করেননি, তা পালন করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনা করা প্রতিটি মুসলমানের উপর হারাম। অতঃএব এই মূলনীতির ভিত্তিতে কেউ যদি কোন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে চায়, তাহলে তার বৈধতার পক্ষে কুরআন বা সুন্নাহ্‌ থেকে অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে।

ইবাদতে নতুন উদ্ভাবন কয়েকভাবে হয়ঃ

১) এমন কাজ যা বিশেষ ক্ষেত্রে ইবাদত হিসেবে গণ্য, সকল ক্ষেত্রে নয়ঃ

যেমন ইহরাম অবস্থায় মাথা খোলা রাখা শরীয়ত সম্মত ইবাদত। আযান ও নামায অবস্থায় দাঁড়ানো শরীয়ত অনুমদিত সৎকাজ। কিন্তু অন্যস্থানে দাঁড়িয়ে থাকার মাধ্যমে বা মাথা খোলা রাখার মাধ্যমে ইবাদতের উদ্দেশ্য করা বিদআত হবে। কেননা তার পক্ষে কোন দলীল নেই। আর এটাই শরীয়ত নিষেধ করেছে। সুতরাং তার আমল প্রত্যাখান করা হবে, গ্রহণীয় হবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُـــدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

অর্থঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলেন তার কি হয়েছে? উত্তরে বলা হলো, সে হল আবু ইসরাঈল। সে মানত করেছে যে, দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, কারো সাথে কথা বলবে না, কোন ছাঁয়া গ্রহণ করবে না এবং রোযা রাখবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন কথা বলে, ছাঁয়া গ্রহণ করে, বসে এবং রোযা পূর্ণ করে।[১]

এখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্যের তাপে দাঁড়িয়ে থাকাকে ইবাদত হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি, যা পূর্ণ করা আবশ্যক।

২) এমন কাজ যা সম্পূর্ণরূপে শরীয়ত বহির্ভূতঃ

যেমন গান-বাজনা বা নাচা-নাচী প্রভৃতি গর্হিত কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনা করা যেমন কতক সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির ও সূফীদেরকে করতে দেখা যায়, যার পক্ষে আল্লাহ্‌ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। অথচ এধরনের কাজ ইসলামী বিশ্বে আজ সাধারণ ব্যাপার হয়ে প্রায় প্রতি স্থানে চালু হয়ে গেছে। এমন কি কোন কোন মানুষ উহাকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এভাবেই সে যৌবন-বার্ধক্য তথা জীবন অতিবাহিত করে। এগুলো সবই প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ্‌ তা কখনই গ্রহণ করবেন না। এ ধরণের ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ সাধারণত: তওবা থেকে বঞ্চিত করে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তায়া'লা কোন বিদআতীর তওবা কবূল করেন না, যতক্ষণ সে বিদআত পরিত্যাগ না করবে।[২]

এ সকল বিদআতী আল্লাহ্‌ তায়া'লার এই আয়াতের পর্যায়ভূক্তঃ

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِه اللهُ﴾

অর্থঃ তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের ধর্মে সে শরীয়ত প্রণয়ন করেছে যার অনুমতি আল্লাহ্‌ দেননি? (সূরা শূরাঃ ২১)

---

[১] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আইমান ওয়ান নুজুর, অনুচ্ছেদঃ সাধ্যের বাইরে এবং পাপ কাজে মানত করা প্রসঙ্গে, হাদীছ নং- ৬২১০।

[২] - (সহীহ) ত্বরাণী, সহীহ্‌ তারগীব ও তারহীব, হাদীছ নং- ৫১

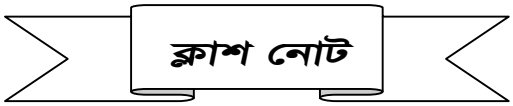
ক্লাশ নোট

৩) শরীয়ত সম্মত কোন কাজে অতিরঞ্জিত করাঃ

এধরণের আমলও প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণীয়। তবে আমলের ধরণ অনুসারে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। অতিরঞ্জনের কারণে কখনো আমল সম্পূর্ণই বাতিল হয়ে যেতে পারে। যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামাযে কোন রাকা'আত বৃদ্ধি করা। আবার কখনো আমল সম্পূর্ণ বাতিল না হলেও গুনাহগার হবে। যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে অজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চারবার করে ধৌত করা।

এজন্যই এই হাদীছকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বাড়িয়ে করা শরীয়ত সম্মত প্রতিটি আমলকে বাতিল বলা ঠিক নয়। তবে দেখা দরকার আমলটি কোন ধরণের।

৪) শরীয়ত সম্মত কোন কাজ অপূর্ণভাবে আদায় করাঃ

কোন আমল যদি ত্রুটিপূর্ণভাবে আদায় করা হয় তাহলে তার পদ্ধতি অনুযায়ী তা কবূল বা বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি আমলের কোন শর্ত অপূর্ণ রাখা হয় যেমন নামাযের পূর্বে পবিত্রতা অর্জন না করা। তাহলে তা বতিল বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে যদি কোন রুকন ছেড়ে দেয়া হয় যেমন দুই সিজদার স্থলে একটি সিজদা করা, তবে উহা বাতিল হবে। তবে যদি এমন কিছু ছেড়ে দেয়া হয় যাতে আমল বাতিল হওয়া অপরিহার্য নয়। তাহলে উহা বাতিল নয় বরং অসম্পূর্ণ। যেমন চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে দু'রাকাআত পড়ে তাশাহুদে না বসা। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে তাশাহুদ না পড়লে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে।

ঘ) সাধারণ কাজকর্মে নতুনত্বঃ

দুনিয়াবী বিষয় হল ইবাদতের উল্টো। সে ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে সবকিছু বৈধ। সুতরাং কেউ কোন বিষয় অবৈধ দাবী করলে তার দাবীর পক্ষে দলীল পেশ করা অপরিহার্য। অবৈধতার দলীল না থাকাই উহা বৈধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ঙ) সারকথাঃ

ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণকারীর কর্তব্য হলো ধীর-স্থীরভাবে যে কোন বিষয় পর্যবেক্ষণ করা। তাড়াহুড়া করে এই হাদীছ দিয়েই সবধরণের আমল প্রত্যাখ্যাত বা অগ্রহণীয় বলে ফতোওয়া না দেয়া, বরং অপরিহার্যভাবে উল্লেখিত বিষয়ে উলামাগণের মতামত যাচাই করবে। সামগ্রিক মূলনীতি ভালভাবে আয়ত্ত করবে। কেননা, তার মাধ্যমেই কোন আমল অগ্রাহ্য হিসাবে নির্ণয় করা সম্ভব।

ঘ) হাদীছের শিক্ষাঃ

১- আল্লাহ বা তার রাসূলের ভাষায় কোন বিষয়ে নিষেধ আসলে তা সম্পূর্ণ হারাম বা অবৈধ।
২- হাদীছ থেকে প্রমাণিত যে, ইসলাম সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত একটি পরিপূর্ণ ধর্ম বা জীবন বিধান।
৩- ইসলাম হল অনুসরণের ধর্ম, নতুনভাবে কোন কিছু উদ্ভাবনের অবকাশ এ ধর্মে নেই।
৪- রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)ই হলেন শরীয়ত প্রণেতা এবং আল্লাহ্র বিধি-নিষেধের ব্যাখ্যাকারী।

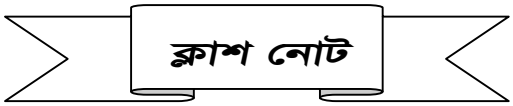
ক্লাশ নোট

প্রশ্নমালাঃ

১) নীচের হাদীছটি পূর্ণ করে লিখুন, উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার এই---------- ---------- অন্য বর্ণনায় এসেছে (----------)।

২) হাদীছের বর্ণনাকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখুন?

৩) হাদীছটির গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন?

৪) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বাণী

﴿ مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ﴾

অর্থঃ যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে যা তার অন্তর্ভূক্ত নয়, তাহলে উহা প্রত্যাখ্যাত। এই কথার তাৎপর্য কি?

৫) ইবাদতে নতুন উদ্ভাবন কয়েকভাবে হতে পারে। তার অবস্থাগুলো উদাহারণসহ উল্লেখ করুন ?

৬) সত্য মিথ্যা নির্ণয় করুন

ক) ইবাদতের সাধারণ মূলনীতি হলো তা করা বৈধ এবং পার্থিব বিষয় এর উল্টো ☐

খ) যে কোন মাসআলায় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক ☐

৭) হাদীছ থেকে তিনটি শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করুন?

চতুর্থ হাদীছ

عنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:" إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ وَ إِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَ بَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِه وَ عِرْضِه، وَ مَنْ وَقَعَ فِيْ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِيْ الْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْه، أَلاَ و إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً ، و إِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ و إِنَّ فِيْ الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، و إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ : أَلاَ وَ هِيَ الْقَلْبُ." (رواه البخاري و مسلم)

হাদীছের বঙ্গানুবাদঃ

প্রখ্যাত সাহাবী আবু আবদুল্লাহ্ নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট এবং উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে কিছু সন্দেহপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যা অধিকাংশ মানুষেরই অজানা। যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকল সে তার ধর্ম ও ইজ্জতকে মুক্ত করে নিল। আর যে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে পতিত হল সে যেন হারামে লিপ্ত হল। যেমন কোন রাখাল যদি নিষিদ্ধ চারণভূমির আশে-পাশে রাখালী করে তবে সীমালংঘণ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। জেনে রেখো! প্রত্যেক বাদশাহর একটি নির্দিষ্ট সীমানা থাকে। আল্লাহ্র সীমানা হল তাঁর নিষিদ্ধ বস্তু। জেনে রেখো! প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, উহা সুস্থ থাকলে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে আর উহা বিনষ্ট হলে সারা শরীর বরবাদ হয়ে যায়। আর উহা হলো কলব বা অন্তকরণ।[১]

ক) রাবী পরিচিতিঃ

এ হাদীসের রাবী হলেন, আবু আদুল্লাহ নু'মান বিন বাশীর আল্ আনসারী আল্ আল-খজরাজী (রাঃ)। দ্বিতীয় হিজরী সনে তিনি জম্ম গ্রহণ করেন। তিনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীছ শুনেছেন। তিনি কিশোর ছাহাবীদের মধ্যে একজন ছিলেন। মুআবিয়া (রা:)এর পক্ষ থেকে প্রথমে কূফার গভর্ণর অতঃপর দামেশকের বিচারক এরপর হিম্সের গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ৬৪ হিজরীর শেষের দিকে বীরীন নামক গ্রামে নিহত হন।

খ) হাদীছের গুরুত্বঃ

এই হাদীছটিও ইসলামী মূলনীতি সমূহের মধ্যে অতিব গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি। ইমাম আবু দাউদ সিজিসতানী (রঃ) বলেন, ইসলামের ভিত্তি মূলতঃ চারটি হাদীছের উপর। অতঃপর তিনি উক্ত চারটির মধ্যে থেকে এই হাদীছটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।[২]

গ) হালাল-হারাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট

নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণীঃ

﴿إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ وَ إِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ﴾

---

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদঃ দ্বীনের ব্যাপারে যে ব্যক্তি সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকল, তার ফজীলত। হাদীছ নং- ৫০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মুসাকা'ত, অনুচ্ছেদঃ হালাল জিনিষ গ্রহণ এবং সন্দেযুক্ত বিষয় থেকে বিরত থাকা। হাদীছ নং- ২৯৯৬।

[2] - জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা নং- ১০

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অবশিষ্ট হাদীছ তিনটি হল, إنما الأعمال بالنيات (সমস্ত কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল) " مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে যা তার অন্তর্ভূক্ত নয়, তাহলে উহা প্রত্যাখ্যাত) এবং دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (যে জিনিষ তোমাকে সন্দেহে ফেলে দেয়, তা ছেড়ে দিয়ে সন্দেহ মুক্ত জিনিষের অনুসরণ কর)।

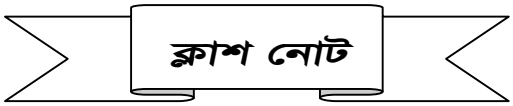
ক্লাশ নোট

ইসলামে বৈধকৃত বিষয় নির্মল ও সুস্পষ্ট। তাতে কোন প্রকার সংশয় নেই। যেমন বিবাহ, পবিত্র খাদ্য, উল বা সুতার বস্ত্র পরিধান ইত্যাদি। এমনিভাবে অবৈধ নিষিদ্ধ বিষয়ও স্বচ্ছ ও পরিস্কার তাতেও কোনরূপ সন্দেহ নেই। যেমন মদ্যপান, মাহরাম মহিলাদের বিবাহ করা, পুরুষদের রেশম বস্ত্র পরিধান, ব্যভিচার, সুদ ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক বৈধ ও অবৈধ সকল বস্তুর পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেই তবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে প্রভুর সমীপে গিয়েছেন। এরবায বিন সারিয়া (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "নিঃসন্দেহে আমি তোমাদেরকে এমন স্বচ্ছ ও নির্মল পথের উপর ছেড়ে যাচ্ছি যাতে রাত ও দিন এক সমান। এর সব কিছু যেন মধ্য দিনের আলোর মত দ্বীপ্তমান ও ঝলমলে। অর্থাৎ ইসলামে গোপন বা অস্পষ্ট বলতে কিছু নেই। ধ্বংস প্রাপ্ত লোক ছাড়া আর কেউ তা থেকে বিচ্যুত হয় না।[১]

অবশ্য হালাল-হারামের ক্ষেত্রে একটি অপরটির চাইতে অধিকতর সুস্পষ্ট। এর মধ্যে কিছু বিষয় প্রতিটি মুসলমানের আবশ্যিকভাবে জানা অপরিহার্য। কেননা সেগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ। তাই এ ব্যাপারে কারো অজ্ঞতার ওজর গ্রহণীয় হবে না।

আর কিছু বিষয় আছে যা শুধুমাত্র শরীয়তের ধারক-বাহকগণ জানেন। সাধারণ মুসলমানদের উহা অজানাই থাকে। আর কিছু বিষয় আছে যা শুধুমাত্র বিজ্ঞ ও পন্ডিত আলেমগণ জানেন।

ঘ) সংশয়পূর্ণ বিষয় সমূহঃ

﴿وَ بَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ﴾

অর্থাৎ প্রকাশ্য সুস্পষ্ট হালাল ও হারামের মধ্যবর্তী কিছু বিষয় আছে, যে সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ সন্দেহের মধ্যে থাকে যে উহা হালাল না হারাম। তবে জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত উলামাগণ দু'একটি বিষয় ছাড়া সে সম্পর্কে পূরাপূরি ওয়াকিফহাল থাকেন।

ঙ) (المشتبهات) 'মুশ্‌তাবেহাত' এর অর্থঃ

শব্দটি (مشتبه) এর বহুবচন। অর্থাৎ মুশকিল বা সংকট। কেননা বিষয়টি হালাল না হারাম তা জানা কষ্টকর। এ কারণে অনেক মানুষ উহা বুঝে না। উলামাগণ কোন দলীল বা কিয়াসের মাধ্যমে উহা বুঝে থাকেন। কুরআন, হাদীছ বা ইজমা থেকে দলীল না পাওয়ার ভিত্তিতে মুজতাহিদ গবেষণা করেন। অতঃপর শরঈ দলীলের মাধ্যমে উহা হালাল বা হারাম ফায়সালা করেন।

চ) সংশয়পূর্ণ বিষয়ে মানুষের শ্রেণীভেদঃ

এ ক্ষেত্রে সমগ্র মানুষ তিনটি দলে বিভক্তঃ

প্রথম দলঃ তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পাপ থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। কেননা উহার বিধান তাদের কাছে অস্পষ্ট। আর এর মাধ্যমে তারা স্বীয় দ্বীন ও ইজ্জতের সংরক্ষণ ও হেফাজত করে থাকে। ইজ্জত ও আবরু সম্পর্কে উলামাগণ বলেন, উহা হল সুনাম বা বদনামের স্থান। উত্তম কাজে উহার প্রশংসা হবে। আর কলংকজনক কাজে বদনাম হবে। আর এ কথাই নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উল্লেখ করেছেন স্বীয় উক্তিতেঃ

﴿ من اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه ﴾

অর্থাৎ যে সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে বেঁচে থাকল, সে তার দ্বীন ও সম্ভ্রম রক্ষা করল।'

---

[১] - (সহীহ) তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইল্‌ম, অনুচ্ছেদঃ সুন্নাতে রাসূলকে আঁকড়ে ধরা এবং বিদ্‌আত থেকে দূরে থাকা। হাদীছ নং- ২৬০০। আবু দাউদ. অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সুন্নাহ, অনুচ্ছেদঃ সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। হাদীছ নং- ৩৯৯১। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মুকাদ্দিমা, অনুচ্ছেদঃ সঠিক পথ প্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাতের অনুসরণ প্রসঙ্গে, হাদীছ নং- ৪৩। ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন, সিলসিলায়ে সাহীহা, হাদীছ নং- ৯৩৭।

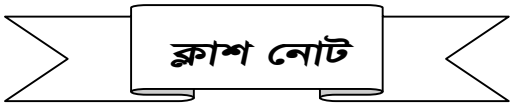
ক্লাশ নোট

দ্বিতীয় দলঃ তারা সংশয়পূর্ণ কাজে লিপ্ত হয়। কেননা উহা অন্যের নিকট সন্দেহপূর্ণ হলেও তার নিকট তা নয় বরং তার নিকট উহার বিধান সুস্পষ্ট। সুতরাং তার জন্য উহাতে লিপ্ত হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষার লক্ষ্যে উহা পরিত্যাগ করাই উত্তম ও প্রশংসনীয়।

তৃতীয় দলঃ তারা স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা মেটাতেই শুধু সংশয়াত্মক কাজে লিপ্ত হয়। আর এরাই মূলতঃ পতিত হয় হারাম কাজে। যেমন নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে সন্দেহাত্মক কাজে লিপ্ত হয়, সে হারামে পতিত হয়।

উলামাগণ হারামে পতিত হওয়ার দুটি অর্থ করেছেনঃ

ক) বিষয়টি সংশয়পূর্ণ জানা সত্বেও তাতে লিপ্ত হওয়া। যাতে করে হারামে পতিত হওয়া যায়। কেননা যখন অজ্ঞতা বশতঃ ধীরে ধীরে একটি একটি করে তাতে লিপ্ত হবে, তখন একসময় উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ফলে হারামে জড়িত হওয়া তার জন্য সহজ হবে। এ কথার সাক্ষ্য রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

﴿من اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان ﴾

অর্থঃ যে এমন কাজে লিপ্ত হওয়ার সাহস দেখাবে যাতে গুনাহ্ হওয়ার আশঙ্কা আছে, সে স্পষ্ট পাপের কাজেও জড়িত হয়ে যেতে পারে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে।[১]

খ) সন্দেহপূর্ণ বিষয়টি হালাল না হারাম এ কথা না জেনেই যে ব্যক্তি তাতে লিপ্ত হয়, সে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরাপদ নয়। সুতরাং সে হারামে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে অথচ সে জানেই না যে বিষয়টি হারাম।

ছ) সংশয়াত্মক বিষয়ের বিধানঃ

হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেনঃ এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

(১) হারাম। এই অভিমত অগ্রহণীয় । (২) মাকরূহ্ (৩) স্থগিত অর্থাৎ হারাম না মাকরূহ কোন মতামত পেশ করা থেকে বিরত থাকা

এই তিনটি অভিমতের মধ্যে দ্বিতীয়টিই অধিক সঠিক। উল্লেখ্য যে, সন্দেহপূর্ণ বিষয় পরিত্যাগ করা পরহেজগারীতার এমন লক্ষণ, যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

জ) আল্লাহ্ তা'য়ালার হারাম থেকে দূরে থাকাঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

كَالرَّاعِيْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمىَ يُوْشِكُ أنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلاَ و إنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً، و إنَّ حِمىَ اللهِ مَحَارِمُهُ

অর্থঃ যে রাখাল নিষিদ্ধ চারণভূমির আশে-পাশে পশু চরায়, তার পশুপাল যে কোন সময় নিষিদ্ধ চারণভূমির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। সাবধান! প্রত্যেক বাদশার একটি করে সংরক্ষিত চারণভূমি রয়েছে যেখানে জনসাধারণের পশু চরানো নিষিদ্ধ থাকে। আল্লাহর নিষিদ্ধ চারণভূমি হচ্ছে তাঁর হারাম বিষয়সমূহ।

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দৃষ্টান্তটি উপস্থাপন করেছেন এমন ব্যক্তির জন্য, যে সন্দেহাত্মক বিষয়ে লিপ্ত হয়। সে হারামেও পতিত হতে পারে এবং পরিণামে সে নিজেকে দাঁড় করাবে রাজাধিরাজ মহান মালিক আল্লাহ্র বিচারের কাঠগড়ায়।

[1] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বুয়ূউ, অনুচ্ছেদঃ হালাল-হারাম সুস্পষ্ট এবং উভয়ের মাঝে রয়েছে কতিপয় অস্পষ্ট বিষয়, হাদীছ নং- ১৯১০।

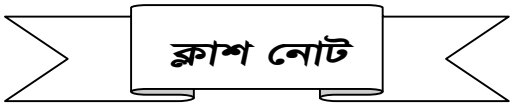
ক্লাশ নোট

ঝ) অন্তকরণ দেহের আমীরঃ

﴿أَلاَ و إِنَّ فِيْ الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، و إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ: أَلاَ وَ هِيَ الْقَلْبُ﴾

অর্থঃ জেনে রেখো! মানুষের দেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে উহা সুস্থ থাকলে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে। আর উহা বিনষ্ট হলে সমগ্র দেহ বরবাদ হয়ে যায়। আর উহা হলো কালব বা অন্তকরণ।

কালব নামকরণের হেতুঃ

হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রঃ) বলেন, এজন্য কালবকে কালব বলা হয়েছে যে উহা বিভিন্ন বিষয়ের প্রেক্ষিতে দ্রুত পরিবর্তন হয়। কেননা কালব শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিবর্তন হওয়া। অথবা এজন্য যে উহা সমগ্র দেহের শ্রেষ্ঠাংশ। আর প্রত্যেক বস্তুর সার হল উহার দিল বা অন্তর। অথবা এই কারণে যে, উহা শরীরের মধ্যে রাখা হয়েছে উল্টো করে। আর কলব শব্দের আভিধানিক আরেকটি অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুকে উল্টো করে রাখা।[১]

অন্তকরণকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণঃ

অন্তরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণ হলো মানুষ এর মাধ্যমে সবকিছু বুঝে থাকে। একথার সাক্ষ্য দিচ্ছে পবিত্র কুরআন। এরশাদ হচ্ছে,

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾

অর্থঃ আমি জাহান্নামের জন্য অনেক জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি। কারণ তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা বুঝে না। (সূরা আ'রাফঃ ১৭৯) অন্য স্থানে আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ﴾

অর্থঃ নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অন্তর রয়েছে। (সূরা কাফঃ ৩৭) কলবের গুরুত্ব আরো এই কারণে যে, ঈমানের স্থীরতা অন্তরেই হয়ে থাকে। অন্তকরণ পরিশুদ্ধ থাকলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিশুদ্ধ হয় এবং তা দ্বারা দ্বীনের নির্দেশাবলী পালিত হয়। আর উহা বিনষ্ট হলে অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। হাফেজ ইবনে হাজার (রাঃ) বলেনঃ বিশুদ্ধ ও বিনষ্টের ক্ষেত্রে কলবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ কলবই হল দেহের আমীর বা নেতা।

ঞ) অন্তকরণ কি অসুস্থ হয়?

আল্লাহ্ বলেন,

﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا﴾

অর্থঃ তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা সংশয় পোষণ করে থাকে? (সূরা নূরঃ ৫০) তিনি আরো বলেন,

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا﴾

অর্থঃ তাদের অন্তকরণ ব্যাধিগ্রস্থ, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা বাকারাঃ ১০) তিনি আরো বলেন,

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴾

অর্থঃ যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না? (সূরা মুহাম্মাদঃ ২৯)

এ সমস্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্তর কখনো কখনো রোগাক্রান্ত হয়। অন্তকরণ অসুস্থ হওয়ার অর্থ হলো, সেখানে মুনাফেকী, সংশয়, কুফরী ইত্যাদি অনুপ্রবেশ করা বা অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, কঠোরতা ইত্যাদি অনুভূত হওয়া।

[1] - ফতহুল বারী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১২৮।

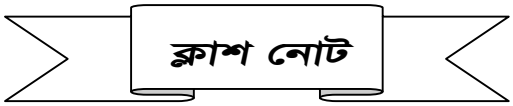
ক্লাশ নোট

উল্লেখিত সকল প্রকার ব্যাধি থেকে অন্তকরণ পরিস্কার করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে আবশ্যক হলো স্বীয় প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করা এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে চলার জন্য সচেষ্ট হওয়া। কেননা আল্লাহ্ তায়া'লা তার পথে চালিত ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ব্যক্তিদের হেদায়াত এবং সৎপথে দৃঢ় রাখার অঙ্গিকার করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন,

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

অর্থঃ যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন। (আনকাবূতঃ ৬৯)

(ঞ) হাদীছের শিক্ষাঃ

(১) প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য হল আল্লাহ কর্তৃক হারাম বস্তু থেকে বিরত থাকা এবং হারাম ও তার মাঝে আল্লাহর আনুগত্যের প্রাচীর খাড়া করা ।

(২) প্রত্যেকের উচিত স্বীয় ইজ্জত-আবরু রক্ষার প্রচেষ্টা করা এবং তাকে কুলষিতকারী যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে দূরে থাকা।

(৩) হাদীছ থেকে এই মূলনীতি গ্রহণ করা যায় ঃ

﴿سد الذرائع إلى المحرمات، و تحريم الوسائل إليها﴾

অর্থঃ অবৈধ বস্তু যেমন হারাম, উহার যাবতীয় উপায়-উপকরণও তেমন হারাম। অতএব মাদকদ্রব্য অল্প হলেও তা হারাম। গায়র মাহরাম মহিলার সাথে নির্জনতাও হারাম। কেননা উহা হারামে পতিত হওয়ার মাধ্যম। এক্ষেত্রে বহু প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে।

(৪) শষ্য ক্ষেত্রের আশে-পাশে পশুচারণকারী জিম্মাদার তার পশুকর্তৃক ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে। শিকারী কুকুর বা সে জাতীয় কোন শিকারী প্রাণী হারাম এলাকার আশে-পাশে প্রেরণ করা হলে সে যদি হারাম এলাকার ভিতর থেকে শিকার ধরে আনে, তবে তার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(৫) এই হাদীছে অন্তরকরণের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করে উহার পরিশুদ্ধতার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কেননা উহা অঙ্গ-প্রতঙ্গের উপর কর্তৃত্বকারী।

(৬) উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত পেশ করা শিক্ষা দানের অন্যতম একটি মাধ্যম, যা দ্বারা আলোচিত বিষয়টি শ্রোতার হৃদয়ে গেঁথে দেয়া হয়।

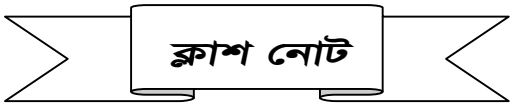
ক্লাশ নোট

প্রশ্নমালাঃ

১) হাদীছটি পূর্ণ করে লিখুন ------(রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ নিঃসন্দেহে হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট ----------।

২) হাদীছের বর্ণনাকারীর পরিচয় লিখুন

৩) সংক্ষেপে হাদীছের গুরুত্ব আলোচনা করুন ।

৪) (مشتبهات) মুশতাবেহাত কাকে বলে ? এ ক্ষেত্রে মানুষ কয়ভাগে বিভক্ত উল্লেখ করুন?

৫) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে লিপ্ত হল সে যেন হারামেই পতিত হলো", কিভাবে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে লিপ্ত ব্যক্তি হারামে লিপ্ত হয়?

৬) মুতাশাবেহাতের বিধান কি ?

৭) যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে পতিত হয়, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার ব্যাপারে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন- দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করুন?

৮) অন্তর কি পীড়িত হয় ? পীড়িত হলে তার চিকিৎসা কি ?

৯) এ হাদীছ থেকে তিনটি শিক্ষা উল্লেখ করুন?

পঞ্চম হাদীছ

عنْ أبِيْ رُقَيَّةَ تَمِيْمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِىْ –رضي الله عنه– أنَّ النبيَّ –صلى الله عليه و سلم– قال : الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ، قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عَامَّتِهِمْ . (رواه مسلم)

হাদীছের বঙ্গানুবাদঃ-

আবু রুকাইয়া তামীম ইবনে আউস আদ্‌দারী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, ধর্ম হলো উপদেশের উপর ভিত্তিশীল। আমরা আরজ করলাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন, আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলমানদের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য।[১]

রাবী পরিচিতিঃ

তিনি হলেন, আবু রুকাইয়া তামীম ইবনে আওস আদ্‌দারী আল্ লাখমী আল ফিলিস্তীনী। ৯ম হিজরীতে তিনি মদীনায় আগমণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর কয়েকটি হাদীছ রয়েছে। তাঁর কাছ থেকে নবী (সাঃ) দাজ্জালের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন ইবাদতগুজার এবং অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াতকারী। উছমান (রাঃ) নিহত হওয়া পর্যন্ত তিনি মদীনাতেই অবস্থান করেন। অত:পর সিরিয়া চলে যান। ৪০ হিঃ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হাদীসের গুরুত্বঃ

হাদীছটির গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে যে, নসীহতই (উপদেশ) হল দ্বীনের খুটি বা স্তম্ভ। সুতরাং উহা থাকলে দ্বীন মুসলমানদের মাঝে কায়েম থাকবে। আর উহার অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের সার্বিক জীবন হবে ত্রুটিপূর্ণ।

'নসীহত' শব্দটি যদি 'সত্যবাদিতা' এবং 'একনিষ্ঠতা'র অর্থে নেয়া হয় তাহলে স্পষ্টভাবে হাদীছের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। কারণ, সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতা হল যাবতীয় আমল গ্রহণীয় হওয়ার প্রধানতম শর্ত।

নসীহত অর্থ কি?

ইমাম খাত্তাবী (রঃ) বলেনঃ শব্দটি ব্যাপক অর্থ বোধক। উহার অর্থ হলো, উপদিষ্ট ব্যক্তির সার্বিক জীবনকে সৌভাগ্যশীল করে তোলা।[২]

ইবনুল আছীর (রঃ) বলেনঃ নসীহত এমন একটি শব্দ যার মাধ্যমে উপদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করা হয়।[৩]

আবু আমর ইবনে সালাহ্ (রঃ) বলেন, নসীহত এমন একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যার মাধ্যমে উপদেশ দাতা আন্তরিকভাবে এবং বাস্তবিকভাবে উপদিষ্টের সার্বজনিন কল্যাণ কামনা করে থাকে।[৪]

আল্লাহর জন্য নসীহত বা মঙ্গল কামনাঃ

আল্লাহর জন্য নসীহতের অর্থ হল, সত্যিকার ভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্ কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর মাধ্যমে তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে মেনে নেয়া।

---

[1] - (সহীহ) মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদঃ একথার বর্ণনা যে, দ্বীন হচ্ছে নসীহত। হাদীছ নং- ৮২।

[2] - শরহে নববী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৩৭।

[3] - আউনুল মা'বূদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১৯৬।

[4] - জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৮০।

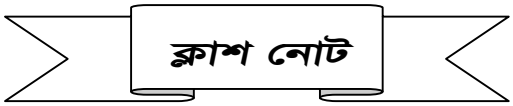
ক্লাশ নোট

নিষ্ঠার সহিত একভাবে তাঁর ইবাদত করা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। নির্দেশিত বিষয়ে আনুগত্য করা, নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকা, তিনি যা ভালবাসেন তাকে ভালবাসা এবং তাঁর অপছন্দনীয় জিনিসকে অপছন্দ করা। মুমিন বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব করা আর কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করা। যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়গুলি বাস্তবায়িত করল সে নিজেকে লাঞ্ছনার আবর্জনা থেকে মুক্ত করল এবং স্বীয় প্রভুর জন্য নসীহত আদায় করল। পবিত্র কুরআন থেকে এই হাদীছের সমর্থনে নিম্ন লিখিত আয়াত সাক্ষ্য হিসেবে প্রযোজ্যঃ

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا لِلَّه وَلِرَسُوْلِه ﴾

অর্থঃ দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য কল্যাণ কামনা করবে এবং তাঁদের সাথে মনের দিক থেকে পবিত্র হবে।" (সূরা তওবাঃ ৯১)

আল্লাহ্র কিতাবের কল্যাণ কামনাঃ-

এ কথার অর্থ হলো, এ কিতাবের প্রতি ঈমান রাখা। যেমন ঈমান রেখেছিলেন সালাফে সালেহীন তথা সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনগণ।

ইমাম তাহাবী (রঃ) বলেন, আল্-কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম। তা আল্লাহর নিকট থেকেই এসেছে। ওহী আকারে তিনি উহা অবতীর্ণ করেছেন। মু'মিনগণ সত্য হিসেবে উহা বিশ্বাস করে এবং দৃঢ় আস্থা রাখে যে আল্ - কুরআন সৃষ্টি জগতের ন্যায় আল্লাহ্র সৃষ্ট নয় বরং উহা প্রকৃতই আল্লাহ্র কালাম সুতরাং উহা শুনে কেউ যদি ধারণা করে যে উহা মানুষের কথা তাহলে সে কুফরী করল। এ ধরণের লোকদেরকে আল্লাহ্ তায়া'লা দূষ্কৃতিকারী ও পাপাচারী বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তাদেরকে "সাকার" নামক জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر﴾

অর্থঃ যে এ কথা বলে ইহা মানুষের কথা বই কিছু নয়, তাকে অচিরেই আমি "সাকার" নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।[১]

এ স্পষ্ট আয়াত থেকে আমরা জ্ঞানলাভ করলাম ও ঈমান আনলাম যে, আল্-কুরআন নিঃসন্দেহে মানুষের স্রষ্টার বাণী, উহা মানুষের কথার সাথে কোন ভাবেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত বা পঠনও তার জন্য কল্যাণ কামনার অন্তর্গত। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلاً ﴾

অর্থঃ এবং কুরআন তেলাওয়াত করুন সুবিন্যস্ত ও স্পষ্টভাবে। (সূরা মুযাম্মিলঃ ৪) এমনিভাবে মুসলমানদেরকে উহা শিক্ষাদান করাও তার মঙ্গল কামনার অন্তর্গত। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ﴾

অর্থঃ তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে এবং তা অন্যকে শিখায়।[২]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্য নসীহতঃ

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এ কথার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি (إِذَا نَصَحُوا لِلَّــه وَرَسُــوله) আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেনঃ আল্লাহ্র রাসূলের জন্য নসীহতের অর্থ হলো তাঁর নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর নির্দেশিত ও নিষিদ্ধকৃত বিষয়ে অপরিহার্যভাবে আনুগত্য করা, তাঁর বন্ধুকে বন্ধু এবং শত্রুকে শত্রু ভাবা, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা, তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে ভালবাসা, তাঁর সুন্নাতের তাযীম করা, তাঁর ইন্তেকালের পর

[1] - আকীদায়ে ত্বাহাবীয়া, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১৭২।

[2] - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাব ফাযায়িলুল কুরআন, অনুচ্ছেদঃ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়, হাদীছ নং- ৪৬৩৯।

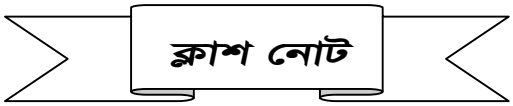
ক্লাশ নোট

তাঁর সুন্নাতের লালন করা, গভীর জ্ঞানলাভের জন্য উহার গবেষণা করা, প্রচার-প্রসার এবং উহার প্রতি মানুষকে দা'ওয়াত দেয়া এবং তাঁর মহান চরিত্রে চরিত্রবান হতে সচেষ্ট থাকা।[১]

মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য নসীহতঃ

মুসলিম নেতৃবৃন্দের মঙ্গল কামনা প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, নেতৃবৃন্দের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তারদরকে সহযোগিতা করা, উদাসীনতার মুহূর্তে সতর্ক করা, ভুল-ত্রুটির মুহূর্তে বিদ্রোহ না করে তা সংশোধন করে দেয়ার ব্যবস্থা করা। তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে তাদের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। তাদের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ কমনা হলো, সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যায় ও জুলুমের পথ থেকে তাদেরকে বাধা দান করা।[২]

সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনাঃ

এ প্রসঙ্গে ইমাম নবুবী (রহঃ) বলেন, তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলজনক বিষয়ে নির্দেশনা দান, দ্বীনের অজানা বিষয়ে জ্ঞান দান করা এবং এ ব্যাপারে কথা ও কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করা। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপন রাখা এবং তা সংশোধন করার ব্যবস্থা করা। ক্ষতি এবং কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা তথা তাদের হিতসাধন করার চেষ্টা করা। দয়া ও নিষ্ঠার সাথে তাদেরকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা। সকলের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া। বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া। উত্তম পরামর্শ ও উপদেশ দেয়া। ধোঁকা ও হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা। নিজের অপছন্দনীয় বস্তু তাদের জন্য অপছন্দ করা। তাদের ধন-সম্পদ ও ইজ্জতের হেফাজত করা। মোটকথা সার্বিক দিক থেকে সাধারণ মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করা।[৩]

কল্যাণকামিতা শুধু মুসলমানদের সাথেই সীমিত নয়, বরং অমুসলমানদের জন্যও তা অপরিহার্য। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জাতির কল্যাণকামিতা তথা তাদেরকে শির্ক ও মূর্তী পূজার অন্ধকার থেকে মুক্ত করার জন্য প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এবং এ পথে অবর্ণনীয় দুঃখ ও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন।

কল্যাণকামীদের মর্যাদাঃ

আল্লাহর বান্দাদেরকে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের নসীহত করাই ছিল নবী-রাসূলদের কাজ। হুদ (আঃ) তাঁর জাতিকে যে নসীহত করেছিলেন সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّيْ وَ أَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ﴾

অর্থঃ আমার প্রভুর বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি। আর আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্থ হিতাকাংখী। (সূরা-আ'রাফঃ ৬৮) অতএব কোন ব্যক্তির মর্যাদাবান হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে সৃষ্টি সেরা ব্যক্তিত্ব তথা নবী-রাসূলদের (আঃ) কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে। কেননা নবীদের উচ্চ মর্যাদার মাধ্যমই ছিল এই নসীহত। সুতরাং দোজাহানের প্রভূ মহান আল্লাহ্র দরবারে হিসাবের পাল্লাকে মর্যাদাবান করতে চাইলে গুরুত্বপূর্ণ এই মহান কাজে অবশ্যই শরীক হতে হবে।

---

[1] - তাফসীরে কুরতুবী, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২২৭।

[2] - ফতহুলবারী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১৩৮।

[3] - শরহে নববী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৩৯।

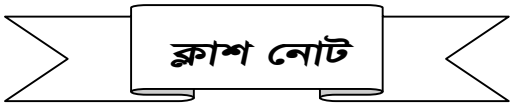
ক্লাশ নোট

নসীহতের হুকুমঃ

নসীহতের উল্লেখিত ব্যাপক অর্থ অনুযায়ী বুঝা যায়, নসীহত কখনো ফরযে আইন তথা সকলের উপর অপরিহার্য হয়। কখনো ফরযে কেফায়া হয় অর্থাৎ সকলের উপর ফরয নয়, কতক লোক উহা আদায় করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি উহা না করে তবে সকলেই পাপী হবে।

আবার নসীহত কখনো ওয়াজেব বা আবশ্যক, কখনো মুস্তাহাব বা সাধারণ নেকীর কাজ হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশনা মোতাবেক দেখা যায় দ্বীনের মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে যা ওয়াজিব, কিছু রয়েছে মুস্তাহাব এবং কিছু আছে ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া।

হাদীছের শিক্ষাঃ

ক) নসীহতের অপর নাম দ্বীন ইসলাম। আর নসীহত শুধু মুখে মুখেই নয় আমলের মাধ্যমেও হয়ে থাকে।
খ) নসীহত ঈমানের অংশ।
গ) প্রশ্নোত্তর জ্ঞানার্জনের অন্যতম পদ্ধতি।

প্রশ্নমালাঃ

১) হাদীছটির বাকী অংশ পূর্ণ করুন---------- (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, ধর্ম হলো উপদেশের উপর ভিত্তিশীল ----------।
২) হাদীছটির বর্ণনাকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখুন?
৩) সংক্ষেপে হাদীছের গুরুত্ব উল্লেখ করুন?
৪) বিদ্বানদের ভাষায় নসীহতের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখিত হয়েছে। তম্মধ্যে একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করুন?
৫) আল্লাহ্র জন্য নসীহত, রাসূলের জন্য নসীহত, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য নসীহত, সাধারণ মুসলিমদের জন্য নসীহত। উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে নসীহতের ধরণ কি?
৬) নসীহতকারীর মর্যাদা এবং নসীহতের বিধান উল্লেখ করুন।
৭) হাদীছ থেকে ৩টি শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করুন?

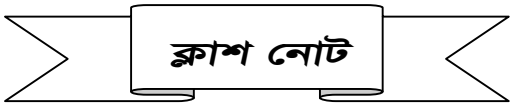
ক্লাশ নোট

তথ্যসূত্র

কিতাবের নাম	লেখকের নাম
তাহযীবু সিয়ারে আ'লামুন নুবালা	ইমাম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবী
শারহুল আরবায়ীন	শায়খ নাযিম সুলতান

ক্লাশের সংখ্যানুপাতে পাঠ বন্টনঃ
ক্লাশের সংখ্যাঃ মোট ৮টি

ক্লাশ সমূহঃ	বিষয়ঃ	পৃষ্ঠা নং	
		থেকে	পর্যন্ত
প্রথম পাঠ	প্রথম হাদীছের রাবী পরিচিতি ---------- নিয়ত সম্পর্কে আলেমদের মন্তব্য	৬	১২
দ্বিতীয় পাঠ	নিয়তের সংজ্ঞা ---------- মহান উপদেশ পর্যন্ত	১৩	১৬
তৃতীয় পাঠ	তাকওয়ার সংজ্ঞা ---- কোন ধরণের সৎ কাজের মাধ্যমে পাপ মোচন হয়" পর্যন্ত	১৮	২৪
চতুর্থ পাঠ	সৎকর্মের মাধ্যমে কোন ধরণের পাপ মোচন হয় -- দ্বীনের মধ্যে বিদআত নিষিদ্ধ	২৪	৩৪
পঞ্চম পাঠ	এবাদতের ক্ষেত্রে বিদআত---------- হালাল এবং হারাম সুস্পষ্ট	৩৬	৪১
ষষ্ট পাঠ	সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূ---------- হাদীছের শিক্ষা	৪৩	৪৯
সপ্তম পাঠ	পঞ্চম হাদীছের রাবী পরিচিতি ---------- নবী (সাঃ) এর জন্য নসীহত	৫২	৫৫
অষ্টম পাঠ	মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য নসীহত----------হাদীছের শিক্ষা	৫৬	৫৮

সূচীপত্র

বিষয়ঃ----------পৃষ্ঠা
ভূমিকা----------২
প্রথম হাদীছ----------৭
দ্বিতীয় হাদীছ----------১৭
তৃতীয় হাদীছ----------৩৫
চতুর্থ হাদীছ----------৪২
পঞ্চম হাদীছ----------৫৩
তথ্যসূত্র ও পাঠ বন্টন----------৬১
সূচীপত্র----------৬১